Final Draft

ভিডিসি ও একতা সদস্যদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অক্টোবর, ২০১০

গ্রন্থনা ও সম্পাদনা

কাজী সাহিদুর রহমান

সম্পাদনা সহযোগী

রমা সাহা

মলয় চাকী

আতিকুজ্জামান

সহায়তায়

আশেকে এলাহী সুমন

এ.এস.এম.মাসুদুল হাসান

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

নিরাপদ এবং এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প,কেয়ার বাংলাদেশ

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোন দুর্যোগ বিশ্বের দরিদ্রতম এ দেশের মানুষের উপর দানবের মত আঘাত হানে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ভাবে বিপদাপন্ন এদেশের বেশির ভাগ মানুষকে প্রতিনিয়তই দুর্বিষহ দারিদ্রের পাশাপাশি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহকে মোকাবেলা করে বেঁচে থাকতে হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় সহ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম দুর্যোগের কারণেও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষম জনগোষ্ঠী বিনির্মাণ আজ সারা বিশ্বের প্রধানতম অগ্রাধিকারে পরিণত হয়েছে। এ উপলব্ধি থেকেই এ মডিউলটি রচনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানামুখি মডিউল/ম্যনুয়াল থাকলেও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনা নিয়ে পূর্নাঙ্গ মডিউল/ম্যানুয়াল এখন পর্যন্ত খুব বেশী নেই। এ কারণেই মডিউলটি রচানায় অনেক সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ই সহজ ও বোধগম্য করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, প্রতিটি অধিবেশনের বিন্যাসে বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। এরপরও ম্যনুয়ালটিতে নানা রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে পরবর্তীতে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠা যাবে। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে যারা সরাসরি মাঠপর্যায়ে কাজ করবেন, আশাকরি সহায়িকাটি তাদের কাজে ফলপ্রসু ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কাজী সাহিদুর রহমান
সমন্বয়কারী
নিরাপদ

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
ভূমিকা	৫
সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন	৭
মডিউল ব্যবহার বিধি	৭
প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	৮
প্রশিক্ষণ কারিকুলাম	৯
অধিবেশন ০১: উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি	১১
অধিবেশন ০২: দুর্যোগের মৌলিক ধারনা	১৪
অধিবেশন ০৩: সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে ধারনা	২৫
অধিবেশন ০৪:দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভিডিসি ও একতা দলের করণীয়	৩১
অধিবেশন ০৫: দুর্যোগে নারী ও শিশু	৩৩
অধিবেশন ০৬: দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৩৮
অধিবেশন ০৭: স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক অভিযোজন ও প্রস্তুতি	৪৬
অধিবেশন ০৮: সমাপ্তি অধিবেশন	৫৫

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবন দেশ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারনেই দুর্যোগকে সঙ্গী করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। প্রায় প্রতি বছরেই কোন না কোন দুর্যোগ আমাদের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে। সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রান্তিক মানুষ। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জের মানুষ প্রায় প্রতি বছরই আগাম বন্যার কারনে বছরের একমাত্র ফসল ঘরে তুলতে পারে না। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অমাবশ্যা, খাদ্যের অভাবের কারনে পুষ্টি হীনতা, অকালমৃত্য, সামাজিক অবক্ষয়, বহু-বিবাহ, অশিক্ষা ইত্যাদি যেন তাদের জীবনের অমোঘ বিধান।

কেয়ার বাংলাদেশে হাওড় অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমায়নের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে আসছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের উপকার ভোগীদের অংশগ্রহন প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ও কার্যকর বাস্তবায়নকে সফল করে। এই উপলব্ধি থেকে কেয়ার বাংলাদেশ প্রান্তিক মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নে একতা দল গঠন করেছে।

দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাসে, যাদের উপর দুর্যোগ নেমে আসে তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। দুর্যোগ মোকাবেলায় গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও একতা দল কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাই তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে তারা যেন আরও কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে সেই লক্ষ্যে এই সহায়িকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরাপদ ও কেয়ার বাংলাদেশ আশা করছে সহায়িকাটি ভিসিডি ও একতা দলকে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সহায়তা করবে। একইভাবে প্রশিক্ষককে অংশগ্রহনমূলক প্রশিক্ষনে সহায়তা করবে।

মডিউল ব্যবহারকারী

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/সহায়ক

অংশগ্রহণকারী

এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারী হবেন ভিডিসি এবং একতা সদস্যবৃন্দ

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণের সময়কাল, অংশগ্রহণকারীদের ধরণ, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে ।

পদ্ধতিসমূহ

- মস্তিষ্ক ঝড়
- বক্তৃতা আলোচনা
- প্রদর্শণ
- উন্মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- ভূমিকা অভিনয়
- জোড়া দলে আলোচনা
- ঘটনা বিশ্লেষন
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- গল্প বলা

প্রশিক্ষণ উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, ভিপকার্ড

মূল্যায়ন পদ্ধতি

- মৌখিক প্রশ্ন উত্তর
- পর্যবেক্ষণ
- ফলাফল বিশ্লেষণ
- মুড মিটার

সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন-

- অংশগ্রহনকারীদের বয়স,মানসিকতা,সামাজিক মূল্যবোধ ও কৃষ্টি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষন কৌশল নির্ধারন করা।
- সরাসরি প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকা। প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে অংশগ্রহনকারী লজ্জা পেতে পারেন। ফলে পুরো প্রশিক্ষনে তার আচরনে বিরুপ প্রভাব পরতে পারে
- প্রশিক্ষনটি অংশগ্রহনকারীদের ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে পারিচালনা করতে হবে।
- প্রশিক্ষনে সকলের অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের মতামত সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।
- বির্তর্কিত বিষয় যেমনঃ রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা সংশ্লিষ্ট এলাকার কোন্দল ইত্যাদি বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- বয়োজ্যোষ্ঠ অংশগ্রহনকারীদের সম্বোধনে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করতে হবে।
- সার্বিকভাবে নমনীয়তার নীতি অনুসরন করে সেশন পরিচালনা করতে হবে।
- সেশন পরিচালনার পূর্বে সেশনের প্রতিপ্রাদ্য আত্বস্থ করুন। সেশনের উদ্দেশ্য ও পরিচালনার নিয়ামাবলী পড়ুন ও ভালোভাবে বুঝে নিন।
- সকল অংশগ্রহনকারীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন উপকরন নিশ্চিত করুন।
- সেশন পরিচালনার প্রয়োজনীয় উপকরনগুলো আগেই হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন যাতে প্রয়োজনের সময় সহজে ব্যবহার করতে পারেন।
- দলীয় আলোচনা বা গ্রুপ ওয়ার্ক এর সময় সকল গ্রুপকে প্রয়োজনীয় সময় দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহনকারীর সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সেশন কোন অভিনয়/চরিত্র চিত্রন/নাটিকা থাকলে সেশন পরিচালনায় পূর্বেই ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।
- প্রশিক্ষনে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় ছবি, পোষ্টার মুভি ইত্যাদি সেশনের পূর্বেই প্রস্তুত রাখুন।
- দিনের শেষে কার্যক্রম পর্যালোচনা করুন।

মডিউল ব্যবহার বিধি-

সহায়কের জন্য

- প্রথমেই মডিউলটির সূচিপত্র দেখে নিন।
- পুরো মডিউলটি একবার ভালভাবে পড়ে নিন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর মডিউলের প্রতিটি অধিবেশন মনযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি/গুলো উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পরে আত্মস্থ করুন।
- যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন, কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে, প্রাণবন্ত হবে।

ভিডিসি ও একতা সদস্যদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অংশগ্রহণকারী- ভিডিসি ও একতা সদস্যবৃন্দ

সময়কাল- ২দিন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

দিবস	সময়	ডবষয়
	১০.০০ - ১১.০০	অধিবেশন ০১: উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি
	১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি
	১১.৩০- ১২.৩০	অধিবেশন ০২: দুর্যোগের মৌলিক ধারনা
	১২.৩০ - ১.০০	অধিবেশন ০৩: সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারনা
প্রথম	২.০০ - ২.৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি
	২.৩০ - ৩.৩০	চলমান সেশন
	৩.৩০ - ৪.০০	চা বিরতি
	৪.০০ - ৫.০০	অধিবেশন ০৪: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভিডিসি ও একতা এর করণীয়
	৫.০০	প্রথম দিবসের সমাপ্তি
	১০.০০ - ১০.৩০	প্রথম দিবসের শিখন পর্যালোচনা
	১০.৩০ - ১১.০০	অধিবেশন ০৫: দুর্যোগে নারী ও শিশু
	১১.০০ - ১১.৩০	চা বিরতি
	১১.৩০ - ১২.০০	চলমান সেশন
	১২.০০ - ০১.০০	অধিবেশন ০৬: দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা
দ্বিতীয়	১.০০ - ২.০০	মধ্যাহ্ন বিরতি
	২.০০ - ২.৩০	চলমান সেশন
	২.৩০ - ৩.৩০	অধিবেশন ০৭: স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক অভিযোজন ও প্রস্তুতি
	৩.৩০ - ৪.০০	চা বিরতি
	৪.০০ - ৪.৩০	চলমান সেশন
	৪.৩০ - ৫.০০	অধিবেশন ০৮: সমাপ্তি অধিবেশন

ভিডিসি ও একতা সদস্যদের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

অংশগ্রহণকারী- ভিডিসি ও একতা সদস্যবৃন্দ

সময়কাল- ২দিন

প্রশিক্ষণ কারিকুলাম

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১. উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি	১.১ রেজিষ্ট্রেশন ১.২ স্বাগত/উদ্বোধনী বক্তব্য ১.৩ পরিচিতি, প্রশিক্ষন প্রত্যাশা, প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য ১.৪ কেয়ার বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এফএসইউপি-এইচ প্রকল্প পরিচিতি	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্বোধন ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি, প্রত্যাশা যাচাই সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১ ঘন্টা	বক্তৃতা আলোচনা, পাওয়ার পয়েন্ট/লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ।
০২. দুর্যোগের মৌলিক ধারণা	২.১ আপদ কি? ২.২ বিপদাপন্নতা কি? ২.৩ সক্ষমতা কি? ২.৪ ঝুঁকি কি? ২.৫ দুর্যোগ কি? ২.৭ দুর্যোগের প্রভাব ক্ষয়ক্ষতি ২.৮ দুর্যোগ ও খাদ্য নিরাপত্তা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগণ আপদ , বিপদাপন্নতা , সক্ষমতা , ঝুঁকি, দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস এবং বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও বুঝাতে সক্ষম হবেন।	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ।
০৩. সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে ধারনা	৩.১ সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা ৩.২ দুর্যোগ সহনশীল সমাজ সম্পর্কে ধারণা ৩.৩ দুর্যোগের তিন পর্যায়ে (দুর্যোগের আগে, চলাকালে এবং পরে) সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩.৪ সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ধাপসমূহ	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, দুর্যোগ সহনশীল সমাজ, দুর্যোগের তিন পর্যায়ে সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ধাপসমূহ সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১.৩০ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ।
০৪. দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভিডিসি ও একতা এর করণীয়	৪.১ দুর্যোগ পূর্ব ৪.২ দুর্যোগ চলাকালীন ৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভিডিসি ও একতা এর করণীয় সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ।

অধিবেশন শিরোনাম	আলোচ্য বিষয়বস্তুসমূহ	উদ্দেশ্য	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
০৫. দুর্যোগে নারী ও শিশু	৫.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান ৫.২ দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ ৫.৩ বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়	এই অধিবেশন শেষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান, দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ এবং বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।	১ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ।
০৬. দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৬.১ স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব ৬.২ দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব এবং দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবে।	১.৩০ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ।
০৭. স্থানীয়/ এলাকাভিত্তিক অভিযোজন ও প্রস্তুতি	৭.১ বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি ৭.২ দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল ৭.৩ খসড়া প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রনয়ণ	এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবে, আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকার মানুষের বন্যার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।	১.৩০ ঘন্টা	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা।	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ।
০৮. সমাপ্তি অধিবেশন	৮.১ প্রশিক্ষন পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা ৮.২ প্রশিক্ষন মূল্যায়ন	এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরিবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ও বুঝতে এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।	৩০ মিনিট	মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, মুডমিটার, কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন	হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, মুডমিটার ছক।

অধিবেশন ০১ : উদ্বোধন ও কর্মসূচী পরিচিতি

আলোচ্য বিষয়বস্তু

১.১ পরিচিতি, প্রশিক্ষন প্রত্যাশা, প্রশিক্ষনের উদ্দেশ্য
১.২ কেয়ার, এফএসইউপি- প্রকল্পের সাথে পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা, প্রকল্প পরিচিতি সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উদ্দীপক খেলা, জোড়া আলোচনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, লিখিত পোস্টার পেপার।

সময়

৬০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
১.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • বক্তৃতা আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকল অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। এক্ষেত্রে সহায়ক (**সহায়ক তথ্য ১.১**) এর সহযোগিতা নেবেন।	১০ মিনিট
১.২	• সহায়ক সৃজনশীল উদ্দীপক খেলার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের জড়তা মোচন করবেন। অংশগ্রহণকারীদের এক জনের সাথে অন্যজনকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এক্ষেত্রে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১.২)** এর সহযোগিতা নেবেন।	২০ মিনিট
১.৩	• সহায়ক এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কি কি বিষয়ে জানতে বা শিখতে আগ্রহী সে সম্পর্কে পাশাপাশি দুইজনকে আলোচনা করে ঠিক করতে বলবেন। • অংশগ্রহণকারীদের প্রতিটি জোড়ার কাছ থেকে বিষয়গুলোকে জানবেন এবং পোস্টার পেপার অথবা ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন। • লিখিত পোস্টার পেপারটি সকল অংশগ্রহণকারীর দৃষ্টিতে আসে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমনস্থানে টাঙিয়ে দেবেন।	১৫ মিনিট
১.৪	• এই পর্যায়ে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১.৩ অনুযায়ী)** অংশগ্রহণকারীদের প্রকল্প সম্পর্কে অবগত করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১৫ মিনিট

সহায়ক তথ্য ১.১

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

- আপদ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ।
- জনগোষ্ঠীভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা ।
- জনগোষ্ঠী ও ইউনিয়ন পরিষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়/সংযোগ তৈরী করা ।

সহায়ক তথ্য ১.২

জড়তা মোচন ও পরিচয় পর্ব পরিচালনার গাইড লাইন

- পরিচয় ও জড়তা বিমোচনের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে বলুন যে মনে করুন এখন আমরা একটি জাহাজে করে সকলে মিলে ভ্রমনে গিয়েছেন ।
- মাঝপথে হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে পড়লেন, এখন জাহাজের ক্যাপ্টেন ঘোষনা দিলেন যে ৮ টি বয়া জাহাজ থেকে নামানো হচ্ছে যেখানে প্রতিটিতে ৩ জন করে উঠতে পারবেন এবং এতে আপনারা প্রানে বেঁচে যাবেন ।
- এখন অতি দ্রুত যে যার মত করে বয়াগুলোতে উঠে পড়ুন ।
- এখন যে ৩ জন করে দল হল সে দলে একে একে সকলে নিজ নিজ পরিচয় জেনে নিন, এর জন্য সময় হল ৪/৫ মিনিট ।
- এবার দল হিসাবে একে অপরের পরিচয় দিবেন। এভাবে প্রত্যেক দল একে অপরের পরিচয় দিবেন। (নাম, গ্রাম, কাজের অভিজ্ঞতা,বন্যার অভিজ্ঞতা, ভাল লাগা, না লাগা ইত্যাদি) ।
- শেষে পর্বটি কেমন লাগল আলোচনা করে এই অংশের সমাপ্তি টানবেন ।

এফএস ইউ পি-এইচ প্রকল্প পরিচিতি

সার্বিক উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব হাওড় অঞ্চলের চরম দারিদ্র, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও বিপদাপন্নতা কমিয়ে আনা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ "বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার অতি দরিদ্র পরিবারের নারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদের খাদ্যে প্রবেশাধিকার, ব্যবহার এবং বিপদাপন্নতা কমিয়ে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা

ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের নারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীলদেরকে স্থানীয় কমিউনিটি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্তি,সক্ষমতা আনয়ন এবং সক্রিয়ভাবে জড়িত রাখা

ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের (বিশেষত: নারীদের) বাড়তি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করত: খাদ্যে তাদের প্রবেশাধিকার এবং বছরব্যাপী খাদ্য-নিরাপত্তা উন্নতি করা

ফলাফল: ৫৫,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দরিদ্রতার বিপদাপন্নতা হ্রাস পেয়েছে এবং দ্রুত এবং ধীর গতির দূর্যোগ প্রতিরোধে উন্নতি ঘটিয়েছে

ফলাফল: ৫৫,০০০ পরিবারের নারী এবং তাদের নির্ভরশীলদের পুষ্টিহীনতা কমেছে এবং খাদ্যর সুষম ও যথাযথ ব্যবহার করছে

কমিউনিটি লেড এ্যাপ্রোচ

অধিকার ভিত্তিক এ্যাপ্রোচ

অংশীদারীত্বমূলক এ্যাপ্রোচ

এফএস ইউ পি-এইচ কর্মসূচীর নীতিমালা সমূহ:

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও দরিদ্রতার মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত; কমিউনিটি লেড ক্ষমতায়ন পন্থা; নারী-পুরুষের সাম্যতা ও বৈচিত্রতা; অংশদারিত্ব ও দক্ষতা বৃদ্ধি; অধিকার ভিত্তিক পন্থা

অধিবেশন ০২ : দুর্যোগের মৌলিক ধারনা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

২.১ দুর্যোগের মৌলিক ধারনা

২.১.১ আপদ কি?

২.১.২ বিপদাপন্নতা কি?

২.১.৩ সক্ষমতা কি?

২.১.৪ ঝুঁকি কি?

২.১. ৫ দুর্যোগ কি?

২.২ দুর্যোগের প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি

২.৩ দুর্যোগ ও খাদ্য নিরাপত্তা

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন আপদ , বিপদাপন্নতা , সক্ষমতা , ঝুঁকি, দুর্যোগ, ঝুঁকি হ্রাস এবং বাংলাদেশে দুর্যোগের প্রভাব, দুর্যোগ ও খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও শিক্ষার্থীদের বুঝাতে সক্ষম হবেন ।

সময় ঃ ১ (এক) ঘন্টা

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় কার্যক্রম ও দলীয় আলোচনা ।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
২.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে ছবি সম্বলিত ফ্লাস কার্ড দেবেন । • দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ছবিতে ঝুঁকির, বিপদাপন্নতার, সক্ষমতার ও ঝুঁকি হ্রাসের চিত্র করার জন্য প্রতিটি দলকে অনুরোধ করবেন । • দলীয় আলোচনা শেষে প্রতিটি দলকে ছবি ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা ও ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে তাদের মন্তব্য ব্যাখ্যা করে জানাতে বলবেন । একটি দলের উপস্থাপনার সাথে যদি অন্য দলের উপস্থাপনার মিল না থাকে তবে তা যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করতে বলবেন । • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ২.১ অনুযায়ী)** ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, সক্ষমতা, ও ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	২৫ মিনিট
২.২	• সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যার প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ২.৬ অনুযায়ী)** বন্যার প্রভাব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	২৫ মিনিট
২.৩	• সহায়ক শুরুতে খাদ্য নিরাপত্তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেকে ধারণা দিবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের স্থানীয় খাদ্য নিরাপত্তার ওপর দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ২.৩ অনুযায়ী)** খাদ্য নিরাপত্তার ওপর দুর্যোগের প্রভাব বর্ননা করবেন ।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ২.১

২.১.১ আপদ

মানুষের জীবন, জীবিকা, পরিবেশ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে এমন প্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্ট বিষয় বা ঘটনাগুলোকে আপদ বলে।

যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়াদি বা ঘটনা, যা মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। আবার মানুষের তৈরি একটি শক্তিশালী বোমা যা বিস্ফোরিত হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২.১.২ বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা হচ্ছে একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার অথবা একটি সমাজের এমন কিছু বিষয়াদি যা দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়ায়।

*যেমন- পুরানহাটি কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলি উপজেলার ছাতির চর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটির অবস্থান নীচু এলাকায় হওয়ার কারণে মাঝে মাঝেই আকস্মিক বন্যা বা পাহাড়ি ঢলে গ্রামটি প্লাবিত হয়। বন্যার পানিকে বাধা দেয়ার জন্য এই গ্রামে কোন গ্রাম রক্ষা বাঁধ নেই। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরীব। তাই তাদের বাড়িঘরও দুর্বল। ফলে সহজেই ঢেউয়ের আঘাতে বাড়িঘরের ক্ষতি হয়। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অসচেতন। গ্রামের মানুষ ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কোন প্রস্তুতিমূলক কাজ করে না। এই গ্রামের মানুষ বন্যার কোন পূর্বাভাস বা সংকেত পায় না। এই যে গ্রামটির নীচু এলাকায় অবস্থান, বাঁধ না থাকা, মানুষের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা, অসচেতনতা, কোন প্রস্তুতিমূলক কাজ না করা এবং বন্যার পূর্বাভাস না পাওয়া সবই পুরানহাটি গ্রামের বন্যা ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এগুলো সবই পুরানহাটি গ্রামবাসীর বিপদাপন্নতা। মনে রাখতে হবে, বিপদাপন্নতা অনেক ধরণের হতে পারে যেমন- **ভৌগোলিকঃ** গ্রামটি নীচু এলাকায়, **কাঠামোগতঃ** গ্রাম রক্ষা বাঁধ নেই, **আর্থসামাজিকঃ** অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, **সেবাগতঃ** পূর্বাভাস পায় না, আচরণগত - পূর্ব প্রস্তুতি নেয় না ইত্যাদি।*

২.১.৩ সক্ষমতা

সক্ষমতা হচ্ছে একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার অথবা একটি সমাজের এমন কিছু বিষয় যা দুর্যোগ ঝুঁকির মাত্রাকে কমায়।

যেমন- খলইস্যাঘোনা কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটি সাগরের কাছাকাছি হলেও ঝাউবন দিয়ে ঘেরা। জলোচ্ছ্বাসের প্লাবন থেকে গ্রামটিকে রক্ষার জন্য একটি বাঁধ আছে। গ্রামটিতে একটি আশ্রয়কেন্দ্র আছে। গ্রামের প্রতিটি পরিবার মৎস্যজীবী। গ্রামের পরিবারগুলো মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল হওয়ায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে বাড়িঘর মজবুত করে। গ্রামটিতে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক থাকায় গ্রামের প্রতিটি পরিবার ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কসংকেত নিয়মিতভাবে পায়। এই যে গ্রামটি রক্ষার জন্য সাগরের মুখে ঝাউবন সৃষ্টি, গ্রামটি রক্ষার জন্য বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পরিবারগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতা, প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে বাড়িঘর মজবুত করা, গ্রামটিতে সিপিপির স্বেচ্ছাসেবক থাকা এবং নিয়মিত সতর্ক সংকেত পাওয়া এগুলো সবই খলইস্যাঘোনা গ্রামের মানুষের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকির মাত্রাকে কমাতে সাহায্য করছে। সুতরাং এগুলো সবই খলইস্যাঘোনা গ্রামের সক্ষমতা। মনে রাখবেন বিপদাপন্নতার মত সক্ষমতাও অনেক ধরণের হতে পারে যেমন ভৌগোলিক, কাঠামোগত যেমন- ঝাউবন, আশ্রয়কেন্দ্র, আর্থসামাজিক যেমন- পরিবারগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতা, সেবাগত যেমন- সিপিপির স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে সংকেত পাওয়া, আচরণগত যেমন- গ্রামবাসীর প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে বাড়িঘর মজবুত করা ইত্যাদি।

২.১.৪ দুর্যোগ ঝুঁকি

দুর্যোগ ঝুঁকির অর্থ ঘটার সম্ভাবনা আছে এমন কোন দুর্যোগের কারণে জান এবং মালের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভবনা ।

যেমন- পুরানহাটি কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলি উপজেলার ছাতির চর ইউনিয়নের একটি গ্রাম । গ্রামটির অবস্থান নদীর কাছাকাছি হওয়ায় বন্যা এবং নদীভাঙন প্রবণ। ফলে এই গ্রামের প্রায় অধিকাংশ ফসলের জমি, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বন্যা এবং নদীভাঙনের কারণে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকিতে আছে।

২.১.৫ দুর্যোগ

দুর্যোগ হলো একটি মারাত্মক পরিস্থিতি যা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট আপদের ফলে দেখা দেয়। সাধারণভাবে দুর্যোগ বলতে আপদ বোঝায় কিন্তু সব আপদই দুর্যোগ নয়।

যেমন- আলেকপাড়া কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার দমপাড়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। আকস্মিক বন্যা আপদের কারণে প্রতি বছর এই গ্রামের প্রায় অধিকাংশ ফসলের জমি, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবছরও আকস্মিক বন্যার কারণে আলেকপাড়া গ্রামে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

ফ্লাস কার্ড ব্যবহৃত ছবির বিবরণ (বিষয়ঃ আপদ)

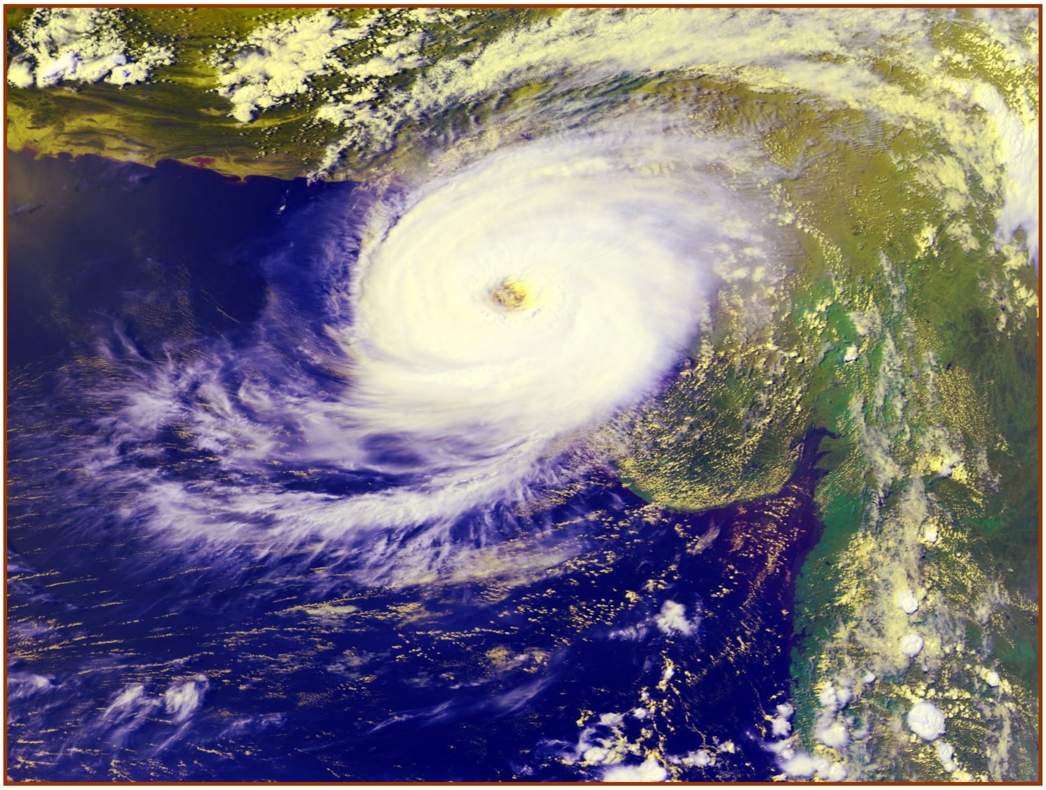

যেমন- ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিকম্প, সুনামি, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিষয়াদি বা ঘটনা, যা মানুষের জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে। আবার মানুষের তৈরি একটি শক্তিশালী বোমা যা বিস্ফোরিত হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষের জীবন, জীবিকা, পরিবেশ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে এমন প্রাকৃতিক বা মানুষের সৃষ্ট বিষয় বা ঘটনাগুলোকে আপদ বলে।

ফ্লাস কার্ড ব্যবহৃত ছবির বিবরণ (বিষয় : বিপদাপন্নতা)

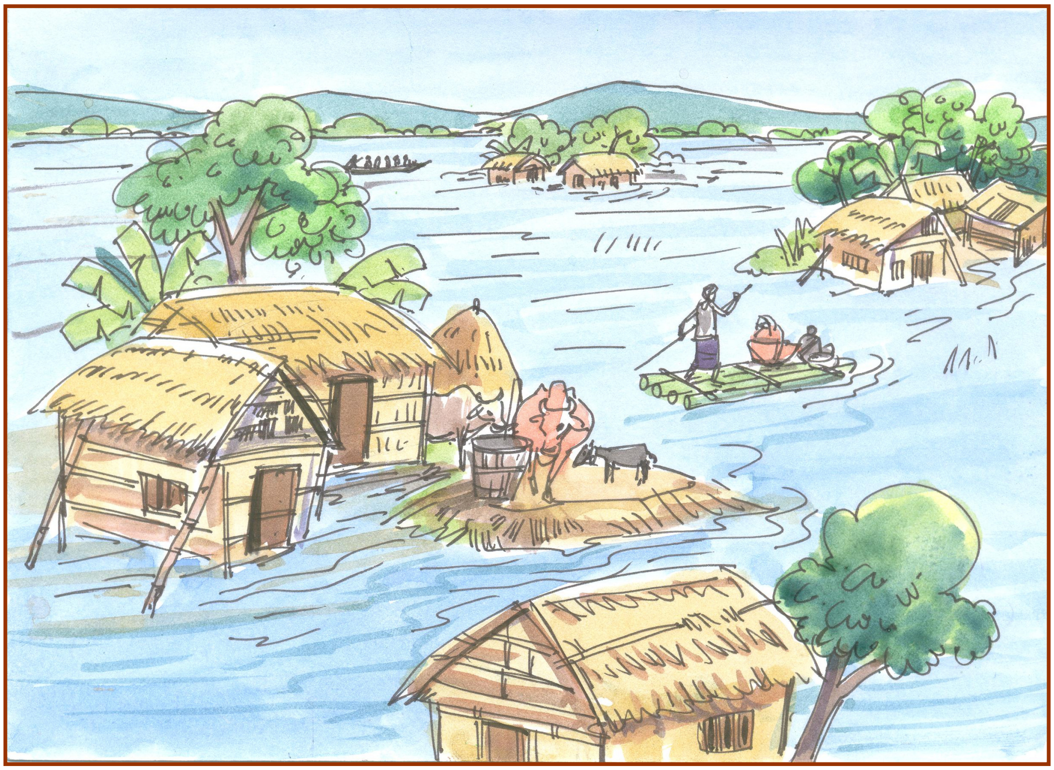

পুরানহাটি কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলি উপজেলার ছাতির চর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটির অবস্থান নীচু এলাকায় হওয়ার কারণে মাঝে মাঝেই আকস্মিক বন্যা বা পাহাড়ি ঢলে গ্রামটি প্লাবিত হয়। বন্যার পানিকে বাধা দেয়ার জন্য এই গ্রামে কোন গ্রাম রক্ষা বাঁধ নেই। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ গরীব। তাই তাদের বাড়িঘরও দুর্বল। ফলে সহজেই ঢেউয়ের আঘাতে বাড়িঘরের ক্ষতি হয়। এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষ অসচেতন। গ্রামের মানুষ ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কোন প্রস্তুতিমূলক কাজ করে না। এই গ্রামের মানুষ বন্যার কোন পূর্বাভাস বা সংকেত পায় না। এই যে গ্রামটির নীচু এলাকায় অবস্থান, বাঁধ না থাকা, মানুষের খারাপ অর্থনৈতিক অবস্থা, অসচেতনতা, কোন প্রস্তুতিমূলক কাজ না করা এবং বন্যার পূর্বাভাস না পাওয়া সবই পুরানহাটি গ্রামের বন্যা ঝুঁকির মাত্রাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এগুলো সবই পুরানহাটি গ্রামবাসীর বিপদাপন্নতা। মনে রাখতে হবে, বিপদাপন্নতা অনেক ধরণের হতে পারে যেমন- ভৌগোলিক - গ্রামটি নীচু এলাকায়, কাঠামোগত- গ্রাম রক্ষা বাঁধ নেই, আর্থসামাজিক- অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, সেবাগত -পূর্বাভাস পায় না, আচরণগত - পূর্ব প্রস্তুতি নেয় না ইত্যাদি।

ফ্লাস কার্ড ব্যবহৃত ছবির বিবরণ (বিষয় : সক্ষমতা)

খলইস্যাঘোনা কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটি সাগরের কাছাকাছি হলেও ঝাউবন দিয়ে ঘেরা। জলোচ্ছ্বাসের প্লাবন থেকে গ্রামটিকে রক্ষার জন্য একটি বাঁধ আছে। গ্রামটিতে একটি আশ্রয়কেন্দ্র আছে। গ্রামের প্রতিটি পরিবার মৎস্যজীবী। গ্রামের পরিবারগুলো মোটামুটিভাবে স্বচ্ছল হওয়ায় প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে বাড়িঘর মজবুত করে। গ্রামটিতে সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবক থাকায় গ্রামের প্রতিটি পরিবার ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কসংকেত নিয়মিতভাবে পায়। এই যে গ্রামটি রক্ষার জন্য সাগরের মুখে ঝাউবন সৃষ্টি, গ্রামটি রক্ষার জন্য বাঁধ, আশ্রয়কেন্দ্র, পরিবারগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতা, প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে বাড়িঘর মজবুত করা, গ্রামটিতে সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবক থাকা এবং নিয়মিত সতর্ক সংকেত পাওয়া এগুলো সবই খলইস্যাঘোনা গ্রামের মানুষের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকির মাত্রাকে কমাতে সাহায্য করছে। সুতরাং এগুলো সবই খলইস্যাঘোনা গ্রামের সক্ষমতা। মনে রাখবেন- বিপদাপন্নতার মত সক্ষমতাও অনেক ধরণের হতে পারে যেমন- ভৌগোলিক, কাঠামোগত যেমন- ঝাউবন, আশ্রয়কেন্দ্র, আর্থসামাজিক যেমন- পরিবারগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতা, সেবাগত যেমন- সিপিপি-র স্বেচ্ছাসেবকের মাধ্যমে সংকেত পাওয়া, আচরণগত যেমন- গ্রামবাসীর প্রস্তুতিমূলক কাজ হিসেবে বাড়িঘর মজবুত করা

ফ্লাস কার্ড ব্যবহৃত ছবির বিবরণ (বিষয় : দুর্যোগ ঝুঁকি)

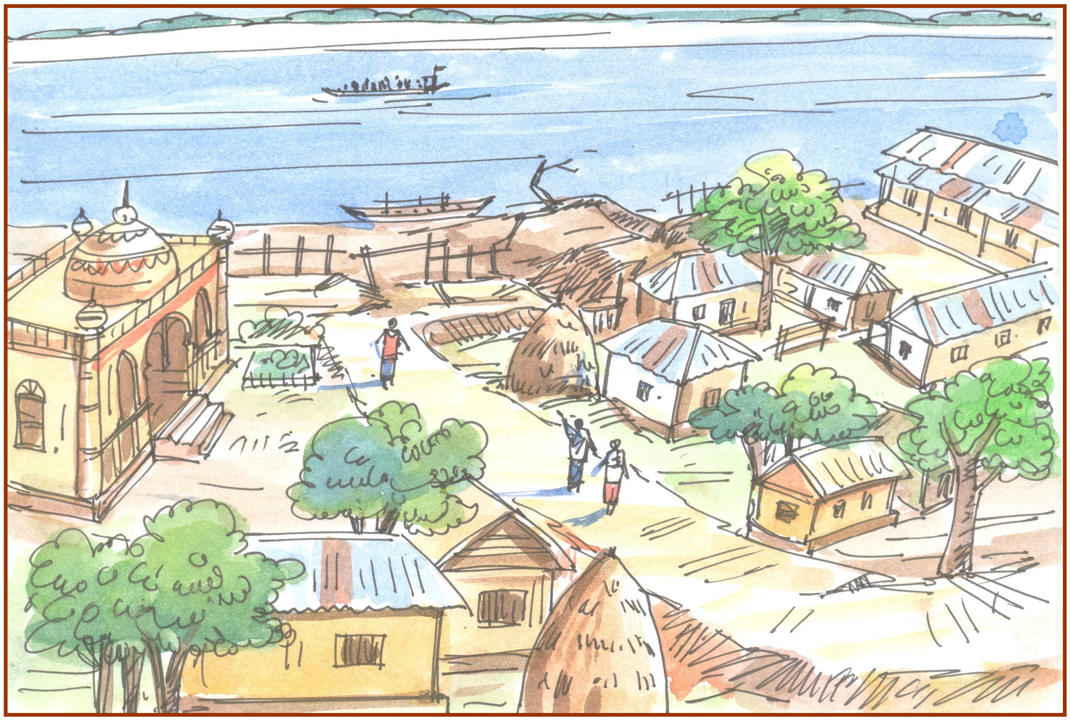

শাকপাল সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী উপজেলার খাসপুকুরিয়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম । গ্রামটির অবস্থান যমুনা নদীর কাছাকাছি হওয়ায় বন্যা এবং নদীভাঙন প্রবণ । ফলে এই গ্রামের প্রায় অধিকাংশ ফসলের জমি, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বন্যা এবং নদীভাঙনের কারণে ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকিতে আছে ।

ফ্লাস কার্ড ব্যবহৃত ছবির বিবরণ (বিষয় : দুর্যোগ)

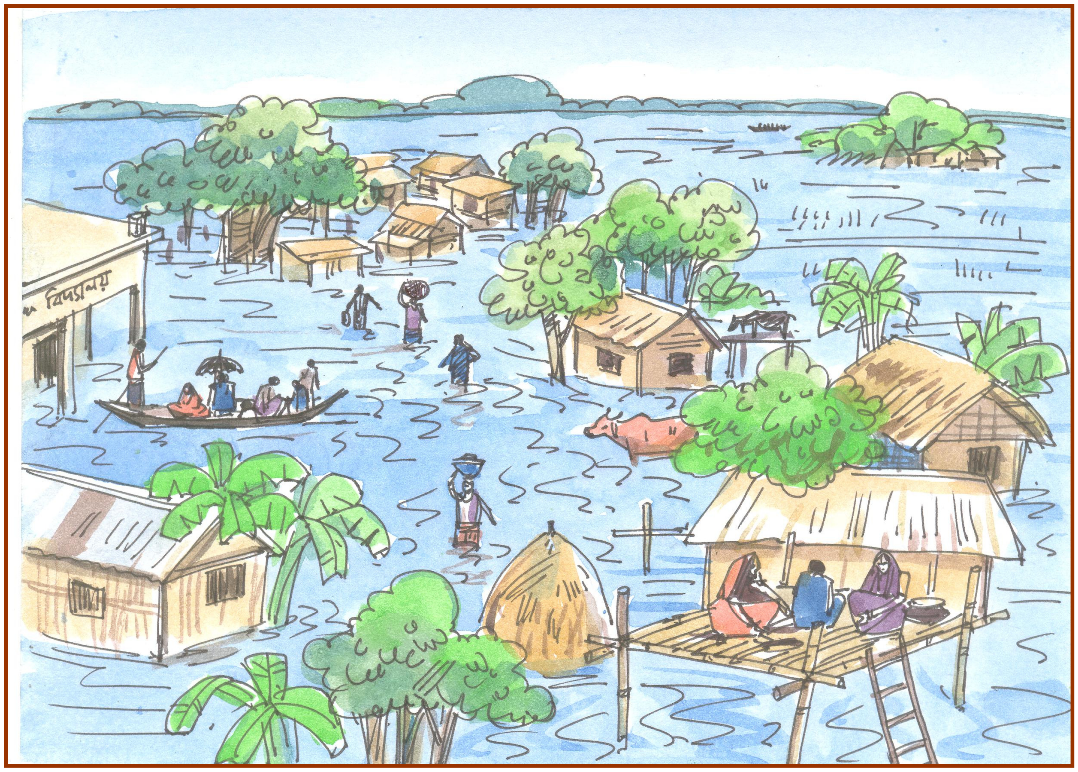

আলেকপাড়া কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলী উপজেলার দমপাড়া ইউনিয়নের একটি গ্রাম। গ্রামটি আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থিত। আকস্মিক বন্যা আপদের কারণে প্রতি বছর এই গ্রামের প্রায় অধিকাংশ ফসলের জমি, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, হাটবাজার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবছরও আকস্মিক বন্যার কারণে আলেকপাড়া গ্রামে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

সহায়ক তথ্য - ২.২

দুর্যোগের প্রভাব ও ক্ষয়ক্ষতি

ক্ষয়ক্ষতি (Damage)

জীবন: প্রাণহানী ও শারিরীক ক্ষতি
সম্পদ: অবকাঠামোগত (ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট এবং অন্যান্য সম্পদ), গৃহস্থালীর সামগ্রী, ফসল ও প্রাণীসম্পদ
পরিবেশ: ভাঙ্গন, লবনাক্ততা, নাব্যতা হ্রাস, গাছপালা ধ্বংস ও রাসায়নিক বিষক্রিয়া

ব্যাহত করা (Disruption)

সামাজিক ক্ষেত্রে: স্বাস্থ্য সুবিধা, পানি ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা, যোগাযোগ, বিদুৎ সরবরাহ, শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত ও বাজার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়া
পারিবারিক ক্ষেত্রে: জীবন-জীবিকার সুযোগ যেমন- আয় ও কর্মসংস্থান

দূর্দশাগ্রস্ত (Deprivation)

শারীরিক: অনাহার, অসুস্থতা, তৃষ্ণার্ততা ও রুগ্নতা
অর্থনৈতিক: অভাব, দারিদ্রতা ও মানসিক দৈন্যতা
মানসিক: মানসিক চাপ, ভয় ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা
সামাজিক: অবজ্ঞা ও লজ্জা-ত্রান সামগ্রী নির্ভরশীলতা এবং যৌন হয়রানি

সহায়ক তথ্য - ২.৩

২.৩ দুর্যোগ ও খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তা কি?

“খাদ্য নিরাপত্তা এমন একটি অবস্থা যেখানে সমাজের সকল মানুষ সব সময় দৈনন্দিন জীবনে পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য চাহিদা অব্যাহতভাবে পূরণ পূর্বক স্বাস্থ্যকর ও সক্রিয় জীবন যাপন করতে সক্ষম হবেন ।”

খাদ্য নিরাপত্তা উপাদানসমূহ:

খাদ্যের প্রাপ্তি

- আভ্যন্তরীন খাদ্য উৎপাদন
- বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য আমদানী
- খাদ্য সহায়তা এবং
- আভ্যন্তরীন খাদ্য মজুদ

• খাদ্যের প্রাপ্তি/উপস্থিতি হতে পারে- নিজের উৎপাদন এবং বাজার থেকে। জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা হলো একটি সমন্বিত অবস্থা ।

খাদ্যের অভিগম্যতা

- আয়/সম্পদ /জীবিকায়ন
- ক্রয়ক্ষমতা
- কাজ/ আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড
- খাদ্যের মূল্য, বাজারে প্রবেশাধিকার

• অভিগম্যতা তখনই নিশ্চিত হবে যখন একটি পরিবারের ব্যবহার উপযুক্ত পর্যাপ্ত সম্পদ থাকবে যা দিয়ে ঐ পরিবার সকল সদস্যের জন্য প্রয়োজনীয় ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করবে।

খাদ্যের ব্যবহার

- শক্তি, অপুষ্টি
- খাদ্য তৈরী, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ
- নিরাপদ পানীয় জল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার
- লালন-পালন সম্পর্কিত অভ্যাস

• খাদ্যের ব্যবহার তখনই নিশ্চিত হবে যখন খাদ্যের যথাযথ ব্যবহার এবং তৈরী ও সংক্ষনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারনা থাকে।

খাদ্য নিরাপত্তার উপর দুর্যোগের প্রভাব নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

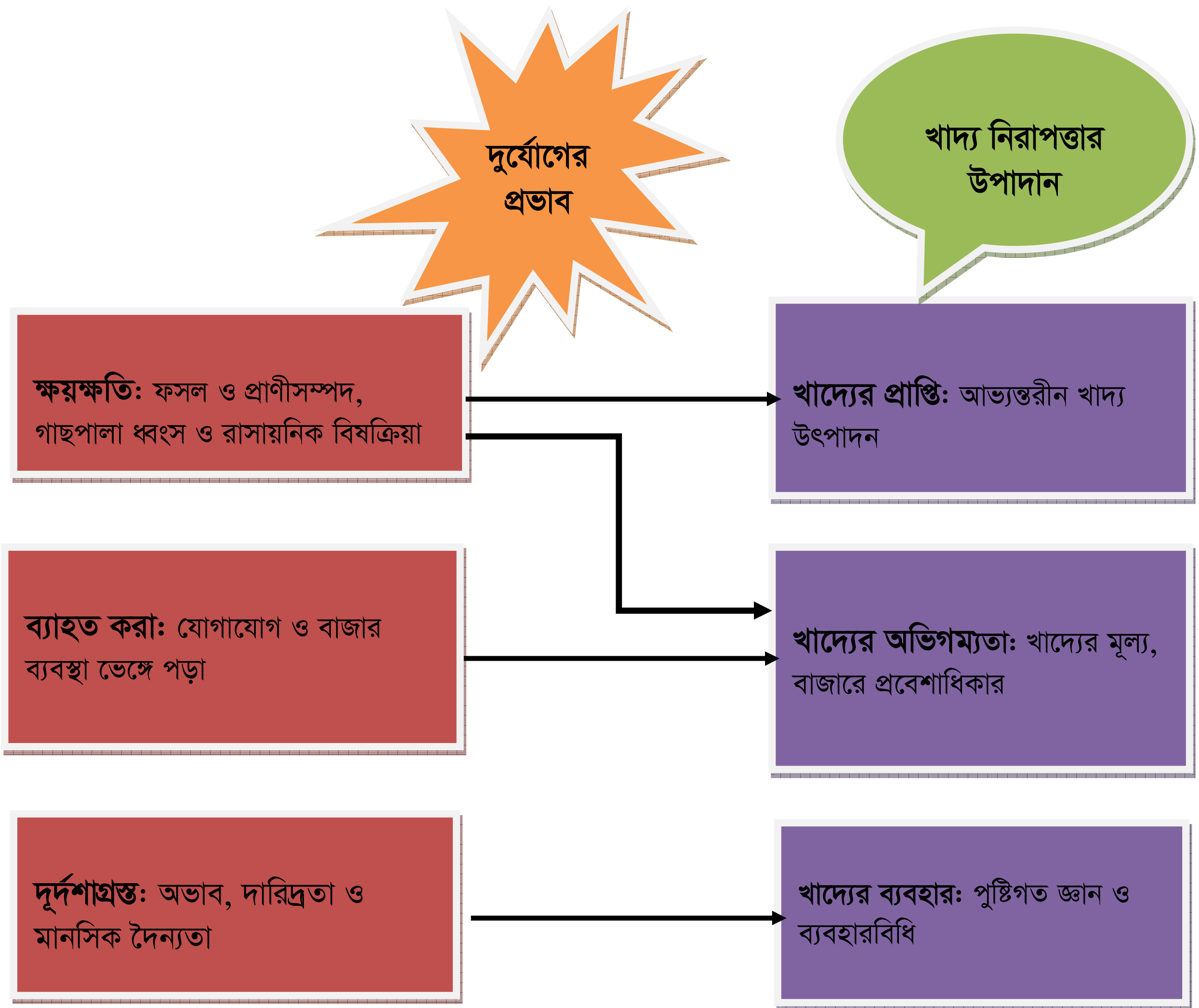

অধিবেশন ০৩: সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কে ধারনা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৩.১ সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা

৩.২ দুর্যোগ সহনশীল সমাজ সম্পর্কে ধারণা

৩.৩ দুর্যোগের তিন পর্যায়ে (দুর্যোগের আগে, চলাকালে এবং পরে) সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৩.৪ সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, দুর্যোগ সহনশীল সমাজ, দুর্যোগের তিন পর্যায়ে সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ধাপসমূহ সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ,স্প্রিং।

সময়

৬০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	সেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৩.১	• অধিবেশনের শুরু তে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন। • শুরু তেই সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানাবেন • পরবর্তিতে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৩.১)** এর আলোকে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করবেন।	১০ মিনিট
৩.২	• এবারে সহায়ক দুর্যোগ সহনশীল সমাজ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানবেন এবং **(সহায়ক তথ্য ৩.২)** অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করবেন।	১০ মিনিট
৩.৩	• এই পর্যায়ে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে বিভক্ত করবেন। দলীয় কাজ হিসেবে দল তিনটির একটি দুর্যোগের আগে, অপর দলকে দুর্যোগ চলাকালে এবং শেষ দলটিকে দুর্যোগ পরবর্তীতে একটি দুর্যোগ সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তা নির্ধারণ করতে বলবেন। দলীয় কাজের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। • দলীয় কাজ শেষে প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে অনুরোধ করবেন। একটি দলের আলোচনায় অন্যান্য দলগুলোকে মতামত দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেন। সামগ্রীক আলোচনাকে **(সহায়ক তথ্য ৩.৩)** এর আলোকে সারসংক্ষেপ করবেন।	৩০ মিনিট
৩.৪	• এই পর্যায়ে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৩.৪)** অনুযায়ী অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ধাপগুলো সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা জানবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য ৩.১

সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পর্কে ধারণা

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রক্রিয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন কার্যক্রমে যখন সমাজের মানুষ সক্রিয়ভাবে সরাসরি অংশগ্রহণ করে তখন তাকে সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বলা হয় ।

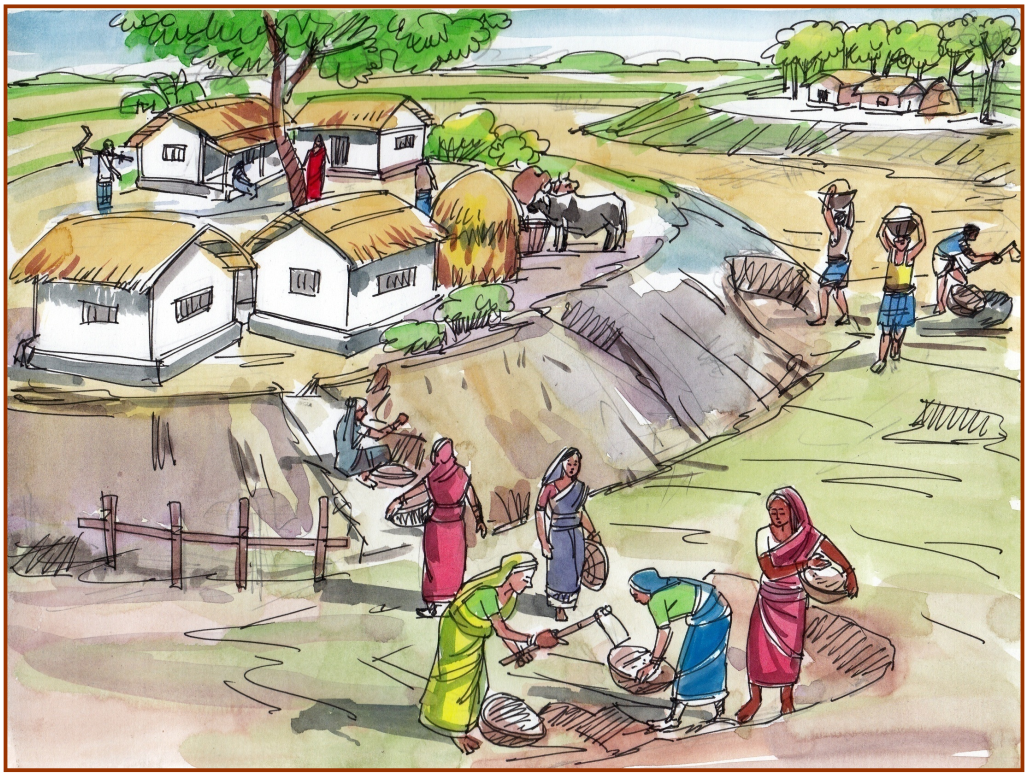

সহায়ক তথ্য ৩.২

দুর্যোগ সহনশীল সমাজ সম্পর্কে ধারণা দান

দুর্যোগ সহনশীলতা হচ্ছে একটি সমাজের দুর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতাসমূহ। দুর্যোগ সহনশীল সমাজ বলতে সেই সমাজকে বোঝায় যে সমাজগু

- **দুর্যোগের প্রভাবকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।**
- **দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সক্ষম। অর্থাৎ ঐ দুর্যোগ মোবাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা এবং তা প্রয়োগের ক্ষমতা ঐ সমাজের আছে।**
- **ভবিষ্যতে অনুরূপ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে দুর্যোগ মোকাবেলার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বার বার প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে।**

স্প্রিং এর সাথে তুলনা করে দুর্যোগ সহনশীলতার ব্যাখ্যা প্রদান করুন

১০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি স্প্রিং এর ওজন চাপানো হলে ২০ সেন্টিমিটার হয়। পরবর্তীতে তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। স্প্রিং ওজনের সাথে টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট সহনশীল (আগের অবস্থায় ফিরে আসার গুনাবলী সম্পন্ন)। অনুরূপভাবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সামাজিক সহনশীলতার বিষয়টিও একই রকম। ওজনের কারণে স্প্রিংটি যদি ভেঙে যেত তবে তা ওজনের সাথে টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট সহনশীল নয়। বাস্তবে একটি স্প্রিংকে ব্যবহার করে অথবা ফ্লিপচার্টে অনুরূপভাবে আঁকিয়ে অংশগ্রহণকারীদের বোঝানো যেতে পারে।

সহায়ক তথ্য ৩.৩

দুর্যোগের তিন পর্যায়ে (দুর্যোগের আগে, চলাকালে এবং পরে) সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ

দুর্যোগের পূর্বে সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সমাজভিত্তিক দুর্যোগ প্রস্তুতি কমিটি গঠন
- ঝুঁকির খাতসমূহ চিহ্নিতকরণ
- আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়ন
- গ্রাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গঠন
- স্থানীয় আপদকালীন তহবিল গঠন
- ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা প্রস্তুতি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিস্কাশন)
- সচেতনতা ও সক্ষমতা বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ
- ঝুঁকির মানচিত্র
- সম্পদের মানচিত্র
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী, চিকিৎসক ও প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স ব্যবস্থা করে রাখা
- পানি ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা গ্রহণ
- শুকনা খাবার, আলগা চুলা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংরক্ষণ
- আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান চিহ্নিতকরণ ও উপযোগী করে রাখা
- দুর্যোগ সহনশীল বসতভিটা, গৃহপালিত পশু
- জীবন রক্ষাকারী উপকরণ সংরক্ষণ
- প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক
- উদ্ধার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা
- সতর্ক সংকেত প্রচারের উপকরণ প্রস্তুত রাখা
- প্রয়োজনীয় সংযোগ সড়ক নির্মানে এ্যাডভোকেসী
- ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় রাখা
- সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে বৃক্ষরোপণ
- নিরাপদ গৃহ নির্মান
- গুরূ ত্বপূর্ণ মোবাইল নম্বর সংগ্রহ
- জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম
- সমাজকে সংকেত সম্পর্কে ধারণা দেয়া
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ্যাডভোকেসীর মাধ্যমে দুর্যোগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া ।

দুর্যোগ চলাকালে সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- দুর্যোগের জরুরী সভা আয়োজন করা
- নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জরুরী ভিত্তিতে আশ্রয়কেন্দ্রে নেয়া
- জরুরী চিকিৎসা সেবা প্রদান
- শুকনা খাবারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান
- আশ্রয়কেন্দ্রে ত্রাণ বিতরণ নিশ্চিত করা
- নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা
- পয়ঃনিস্কাশনের ব্যবস্থা করা
- সমন্বয় সভার মাধ্যমে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ
- অনুসন্ধান, উদ্ধার ও স্থানান্তর
- জরুরী চাহিদাগুলো চিহ্নিত করে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা
- গবাদি পশু নিরাপদ আশ্রয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা
- অস্থায়ী মেডিক্যাল ক্যাম্প করা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও অধিক আক্রান্তদের প্রাধান্য দেয়া
- সুপেয় পানির জন্য টিউবওয়েলের উচ্চতা বৃদ্ধি করা

দুর্যোগ পরবর্তী সহনশীল সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- উদ্ধার ও অনুসন্ধান
- প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- মৃতের সৎকার করা (মানুষ ও পশু-পাখি)
- তথ্য সংগ্রহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পূনঃস্থাপন
- চাহিদা নিরূপন
- এলাকাভেদে উন্নয়ন পরিকল্পনা
- স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সহায়তার জন্য যোগাযোগ
- পুনঃগঠন, পুনঃনির্মান
- জীবন জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম
- উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ
- গুরুতর আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে প্রেরণ
- স্থানীয়ভাবে জরুরীভিত্তিতে ত্রাণের ব্যবস্থা করা
- ক্ষয়ক্ষতির তালিকা করা
- অবকাঠামো মেরামত ও পূনঃনির্মান
- উপযুক্ত আক্রান্তদের আগে সহযোগিতা করা
- দুর্যোগ পরবর্তী উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ
- মূল্যায়ন

সহায়ক তথ্য ৩.৪

সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের ধাপসমূহ

ধাপ ১: সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সমাজ চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কাজ শুরুর উদ্যোগ নেওয়া

ধাপ ২: বিপদাপন্নতা এবং সক্ষমতা নিরূপণ করা

ধাপ ৩: অংশগ্রহণমূলক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়ন (কর্ম পরিকল্পনা)

ধাপ ৪: সামাজিক উদ্যোগে ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

ধাপ ৫: অংশগ্রহণমূলক পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন

অধিবেশন ০৪ : দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভিডিসি ও একতা এর করণীয়

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৪.১ দুর্যোগ পূর্ব

৪.২ দুর্যোগ চলাকালীন

৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভিডিসি ও একতা এর করণীয় সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

সময় ঃ ১ (এক) ঘন্টা

পদ্ধতি

মস্তৃস্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় কার্যক্রম ও দলীয় আলোচনা ।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত লিখিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৪.১	• সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে ভিডিসি ও একতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা জানবেন এবং বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করবেন, আপনাদের স্বাভাবিক, দুর্যোগ কালীণ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কি কি কাজ করতে হয় । উত্তরগুলো শুনার পর সহায়ক নিজেই শুনবেন ও বোর্ডে লিপিবদ্ধ করবেন । পোস্টার পেপার/ পাওয়ার পয়েন্ট প্রদর্শনের মাধ্যমে **(সহায়ক তথ্য ৪.১ অনুযায়ী)** ব্যবহার করে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করবেন ।	৬০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৪.১

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে ভিডিসি ও একতা এর করণীয়

দুর্যোগ পূর্ব

- গ্রামের আয়তন, জনসংখ্যা, নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, স্থানীয় সম্পদ প্রভৃতি তথ্য সংগ্রহ করা।
- দুর্যোগের সময় আশ্রয়ের নেয়া এবং শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিকল্প স্থান চিহ্নিত করা।
- দুর্যোগের সময় গবাদিপশু রক্ষার জন্য বিকল্প স্থান চিহ্নিত করা।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা তৈরী করা এবং এই দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনাকে ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংযুক্ত করার জন্য এডভোকেসী করা।
- ইউপি সদস্য এবং স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে এলাকায় সম্পদ সমুহের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্ধারণ পূর্বক ঝুঁকি ও সম্পদের ম্যাপ তৈরী করা।
- স্বাভাবিক সময়ে জনগনকে দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য সচেতন করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে মহড়াতে অংশগ্রহন করা।
- স্থানীয় বন্যার বিপদ সীমা নির্ধারন।
- স্থানীয় দুর্যোগ পূর্বভাস বার্তা গঠন এবং দুর্যোগ পূর্বভাস প্রচারের জন্য প্রচার স্থান নির্ধারন করা ও স্থানীয় কমিটি গঠন করা।
- দুর্যোগ পূর্বভাস বার্তা প্রচার করা।
- জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

দুর্যোগ চলাকালীন

- উদ্ধার কাজে ও সেল্টার রক্ষণাবেক্ষণে সক্রিয় ভূমিকা রাখা।
- নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সাহায্য করা।

দুর্যোগ পরবর্তী

- দুর্যোগ সংক্রান্ত যে কোন জরিপে (ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরূপন,ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার চিহ্নিত করা ইত্যাদি) ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কার্যক্রম, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রচারনা, জন সংযোগ সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস, র‌্যালি, সেমিনার মাইকিং ইত্যাদি কার্মকান্ডে অংশগ্রহন করা)।
- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বাত্বক সহযোগীতা করা।
- দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে মানসিকসেবা প্রদান করে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করা।

অধিবেশন ০৫ : দুর্যোগে নারী ও শিশু

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৫.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান

৫.২ দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ

৫.৩ বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান, দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ এবং বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে ।

সময় ঃ ১ (এক) ঘন্টা

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা এবং দলীয় আলোচনা ।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৫.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন ও বড় দলে আলোচনা করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক (সহায়ক তথ্য ৫.১ অনুযায়ী) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান অংশগ্রহণকারীদেরকে অবহিত করবেন ।	১৫মিনিট
৫.২	• দুর্যোগের সময় কারা বেশী ঝুকিঁতে থাকে তা অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে জানবে । • পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরে দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক (সহায়ক তথ্য ৫.২ অনুযায়ী) দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদেরকে অবহিত করবেন ।	
৫.৩	• সহায়ক প্রযোজন অনুসারে অংশগ্রহণকারীদেরকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করবেন • প্রত্যেকটি দলকে দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা ও নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা হ্রাসের করণীয় লিখতে বলবেন । • দলীয় আলোচনা শেষে প্রতিটি দলকে তাদের মন্তব্য ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করবেন । • একটি দলের উপস্থাপনার সাথে যদি অন্য দলের উপস্থাপনার মিল না থাকে তবে সহায়ক তা যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করতে বলবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা নেবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করবেন ।	

সহায়ক তথ্য - ৫.১

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান

নিম্নোক্ত ম্যাট্রিক্সটিতে কাজের প্রধান ক্ষেত্রসমূহের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এবং দুর্যোগের সময় স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মী হিসাবে দক্ষ করে তোলার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এই নির্দেশনায় নারীদের প্রেক্ষাপট ফুটে উঠেছে এবং মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার ম্যাট্রিক্স নিম্নে আলোচনা করা হলো:

কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মকৌশলসমূহ	বাস্তবায়ন		
	প্রস্তুতি	সাড়া	উদ্ধার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নীতিনির্ধারণ			
নারীদের রাজনৈতিক এবং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা এবং জরুরী অবস্থায় সিদ্ধান্তসমূহ ত্বরান্বিত করতে তাদের যোগ্যতা এবং দক্ষতা ব্যবহার করা।	√	√	√
উদ্ধার কার্যক্রমে সুযোগের বৈষম্যহীন বন্টন নিশ্চিত করতে সকল দলগুলোকে সংশ্লিষ্ট করা।	√		√
মানবসম্পদের উন্নয়ন			
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী তৈরী করা। এর সাথে নেতৃত্বমূলক প্রশিক্ষণ, অনুসন্ধান এবং উদ্ধার করার পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, উপাত্ত সংগ্রহ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণও অন্তর্ভূক্ত হতে পারে।	√		
তথ্য ব্যবস্থাপনা			
ঝুঁকি নিরূপণের উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারীকে সংশ্লিষ্ট করা এবং তাদের জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত সম্পদসমূহ চিহ্নিত করা।	√		
দুর্যোগকালীন অবস্থায় দ্রুত তথ্য প্রচারে প্রচলিত ও অপ্রচলিত যোগাযোগ ব্যবস্থা চিহ্নিত করা এবং এর ব্যবহারে নারীদের অন্তর্ভূক্ত করা।	√	√	√
তাৎক্ষণিক ক্ষতি/ প্রয়োজনসমূহ নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ এবং ব্যবহারে নারীদের সংশ্লিষ্ট করা		√	
নারীদের গতিশীলতা			
জরুরী সাড়া দান কর্মসূচী, পরিবার, কর্মক্ষেত্র ও জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচিতে নারীদের সংশ্লিষ্ট করা এবং নারীদের নিয়ে দল গঠন করা।	√		√
নারী সংগঠনসমূহকে সর্বোচ্চ তথ্য প্রদান করতে উৎসাহিত করা এবং তাদের পরিচিত সদস্যদের মাধ্যমে মহিলাদের বিশেষ জরুরী বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করা।	√	√	√
দীর্ঘমেয়াদী ঝুঁকি নিরসনের জন্য পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র-ঋণ দল গঠন।	√		
স্থানীয় জরুরী ব্যবস্থাপনা কমিটি			
স্থানীয় জরুরী ব্যবস্থ্যপনা কমিটিতে নারীর অংশ্রগ্রহণ নিশ্চিত করা।	√	√	√
স্থানীয় সামর্থ্য এবং দুর্যোগ মোকাবেলার কৌশলগুলোর সাথে পরিচয় এবং কাজ করতে বাইরের সংস্থাগুলোকে সাহায্য করা।			√
বাইরের ত্রাণ সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় সংগঠনগুলোর মধ্যে সহযোগিতা প্রক্রিয়া সহজতর করা।	√	√	√
সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিনিধিত্ব/ অংশগ্রহণ করা			
জরুরী ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলে এমন প্রযুক্তি এবং পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ কমিটিতে নারীর পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।	√	√	√
পুনরুদ্ধার কর্মসূচিতে নারীর অগ্রাধিকারসমূহ			
জনগোষ্ঠীর সেবাসমূহ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নারীকে সংশ্লিষ্ট করা।			

খাদ্য উৎপাদন পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বাড়িঘর নির্মাণ কাঠামোতে নারীকে সংশ্লিষ্ট করা ।			√
দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য মানসিক চাহিদা পূরণে কর্মসূচী আয়োজন করা ।	√		√
পুনঃনির্মাণ কর্মকান্ডে ঘরবাড়ির উপর স্বামী-স্ত্রীর সম মালিকানা প্রবর্তন করা, সবসময় এটা সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু নারী-পুরুষের সম অধিকার প্রবর্তনের জন্য এটি একটি কার্যকর পন্থা হতে পারে ।	√	√	√
সতর্কতা পদ্ধতি এবং সাড়া দান কৌশলসমূহ			
সকল শ্রেণীর জনগণের কাছে বিশেষ করে নারীদের কাছে সতর্ক সংকেত পৌছানো নিশ্চিত করতে যথাযথ প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করা ।	√	√	
যে স্থানে যে সকল ধরনের সতর্কতা পদ্ধতিসমূহ পরিকল্পনা করা হবে তা নারীর প্রয়োজন এবং সামর্থ্যসমূহের প্রতি সংবেদনশীল কিনা সেটা নিশ্চিত করা ।	√	√	
নারীর অব্যবহৃত প্রতিভাকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষকের মাধ্যমে বের করা আনা ।	√	√	√
প্রশিক্ষণ ডিজাইন করা এবং সমস্যা অনুশীলণ করার সময় মহিলাদেরকে ভারী গৃহস্থালী কাজের চাপ থেকে বিরত রাখা ।		√	√
সাড়া দান এবং ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় নারীর সংশ্লিষ্টতা			
নারী সংক্রান্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর রেখে জরুরী ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সাথে সহযোগিতা এবং সহযোগীরূপে অগ্রসর হওয়া ।			
সাড়া দান এবং ত্রাণ ব্যবস্থাপনার সকল বিষয়ে পেশাধারী এবং স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নারীদের পরিচিত এবং সংশ্লিষ্ট করা ।	√		√
দুর্যোগে বেঁচে/ টিকে থাকা নারীদের ত্রাণ প্রক্রিয়ায় উৎসাহিত করা?	√	√	√

সহায়ক তথ্য - ৫.১

দুর্যোগে নারী ও শিশুর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ

দুর্যোগে নারীর বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ

দুর্যোগে নারীদের বেশী ঝুঁকির কারণ সমূহ হল-

- শিশুদের সাথে নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার প্রবণতা
- অন্তঃসত্ত্বা
- সামাজিক নিরাপত্তার অভাব
- সচেতনতার অভাব
- পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা
- সিদ্ধান্তহীনতা
- পরিবার ও সংসারের জিনিস পত্রের উপর বিশেষ আকর্ষণ
- অদৃষ্টবাদীতা
- পোশাক পরিচ্ছদ (লম্বা চুল, লম্বা কাপড়)
- আশ্রয় কেন্দ্র গুলির অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞতা
- রোগগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ।
- সামাজিক অবজ্ঞা

দুর্যোগে নারীদের সক্ষমতা সমূহ হল-

- ধৈর্য্যশীলতা ও সহনশীলতা
- পরিবারের জিনিসপত্র রক্ষায় অধিক সামর্থ / আগ্রহী
- ভাল স্বেচ্ছাসেবিকার ভূমিকা পালন
- সেবা, রান্না করা, শিশুর যত্ন, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য কাজে মহিলাদের সংগঠিত করা
- খাদ্য মজুদে স্থানীয় জ্ঞান, জ্বালানী সংগ্রহ, পানি, পশু পাখির যত্ন নেওয়া
- সঞ্চয়ী মনোভাব
- প্রবল মানসিক প্রস্তুতি/ শক্তি

দুর্যোগে শিশুদের বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সমূহ

দুর্যোগে শিশুরা কেন বেশী ঝুঁকিপূর্ণ

- শিশুরা শারীরিক ও মানসিক ভাবে অপরিণত ।
- শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ।
- শিশুদের সমস্যা তাড়াতাড়ি জটিল হয়ে যায় ।
- শিশুরা সাঁতার জানে না ।
- বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা কম থাকে ।
- শিশুরা বেশী হুমকির সম্মুখীন (পাচার, যৌন নির্যাতন, হারিয়ে যাওয়া পানিতে পড়া, সাপে কাটা ইত্যাদি) ।
- শিশুদের অসুস্থ্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে ।
- দুর্বল পরিকল্পনা এবং আশ্রয় কেন্দ্রের অপর্যাপ্ত সুবিধা ও ব্যবস্থাপনা (পারিবারিক/সেবা প্রদানকারী সংস্থা) ।
- ত্রান সামগ্রী বিতরণ প্রক্রিয়ায় শিশুর মৌলিক চাহিদা/প্রাপ্যতা বিবেচনায় না রাখা ।

দুর্যোগে শিশুরা কি কি সমস্যায় পড়ে নীচে তা দেয়া হল-

- পানিতে ডোবা ।
- পরিবার পর্যায়ে যত্ন হ্রাস পায় ।
- অত্যাচার ও সংঘাত (ধর্ষণ, পাচার, শিশুশ্রম) ।
- আর্থিক নিপীড়ন (স্বল্পমূল্যে শিশু শ্রম দিয়ে বেঁচে থাকে) ।
- অবহেলা ও বঞ্চিত করণ (খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাপদ পানি, শিক্ষা, আশ্রয় ও বিনোদন) ।
- বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয় ।
- দুর্যোগের সময় শিশুদের প্রতি খারাপ আচরণ করা ।
- মানসিক ভাবে বিপদগ্রস্ত হয় ।
- পরিবার থেকে বিচিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে ।
- দুর্যোগের আকস্মিকতায় শিশুরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে ।
- দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে মনোসামাজিক সমস্যা ।
    - আতংকগ্রস্থ হওয়া
    - নিরাপত্তাহীনতা
    - উত্তেজনা, হতাশা, অস্থিরতা
    - মানসিক অবসাদ গ্রস্থতা

সহায়ক তথ্য - ৫.৩

বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়

নারীদের দুর্যোগের বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়

- দুর্যোগ কালীন ও পরবর্তী কর্মসূচীতে নারীদের সমভাবে অংশগ্রহণ ।
- পুরুষের পাশাপশি নারীদেরও বিভিন্ন নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র সম্পর্কে জানতে হবে ।
- দুর্যোগকালে পরামর্শ, যোগাযোগ, স্থানান্তর ও সমাজকে সংগঠনের কাজে মহিলাদের সম্পৃক্ত করতে হবে ।
- সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা যেমনঃ আশ্রয় স্থল, পানি সরবরাহের স্থান, স্থানীয় চিকিৎসা সুবিধাদি সকলকে জানতে হবে ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে নারীর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে হবে ।
- জরুরী কাজে স্থানীয় কর্মী হিসাবে মহিলা স্বেচ্ছাসেবীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে ।
- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি পরিকল্পনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে ।
- নারীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক জ্ঞান প্রদান এবং তাদের চিকিৎসা সেবা নেয়ার জন্য উৎসাহিত করা

শিশুদের দুর্যোগের বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়

- শিশুদের বয়স চাহিদা অনুযায়ী প্রতি অধিক যত্নশীল হওয়া ।
- শিশুদের চোখে চোখে রাখা (যাতে পানির কাছে না যায়) ।
- উপযুক্ত বয়সে সাঁতার শেখানো ।
- প্রতিকূল পরিবেশে শিশুর বিভিন্ন চাহিদা প্রতি সমান গুরুত্ব দেয়া ।
- দুর্যোগের সময় শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং বই খাতা, খেলনা, শুকনা কাপড় যত্ন করে রাখা ।
- নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিত করা ।
- যে কোন প্রকার অসুস্থতায় দ্রুত স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ নেয়া ।

দুর্যোগে শিশু সুরক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে করণীয়গুলো হল-

- দুর্যোগে শিশুদের যথা সময়ে নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে পৌছানো ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে শিশুদের নিরাপদ/যৌন নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে শিশুদের বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে শিশুদের নিরাপদপানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার ব্যবস্থা রাখা ।
- আশ্রয় কেন্দ্রে শিশুদের অগ্রাধিকার দেয়া ।
- সকল শিশুর প্রতি সমান দৃষ্টি রাখা ।

অধিবেশন ০৬ : দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যা

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৬.১ স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব

৬.২ দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব এবং দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে বুঝতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী অন্যদেরকে বোঝাতে সক্ষম হবে ।

সময় ঃ ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা এবং দলীয় আলোচনা ।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৬.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক দুর্যোগকালীন শারীরিক ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • পূর্বের আলোচনার সূত্র ধরে প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকালীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং বড় দলে আলোচনা করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৬.১ অনুযায়ী)** স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৩০ মিনিট
৬.২	• সহায়ক প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক দুর্যোগকালীন প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • প্রয়োজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৬.২ অনুযায়ী)** দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন ।	৬০মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৬.১

স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি এবং এর গুরুত্ব

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যেমন খাদ্য গ্রহণ প্রয়োজন তেমনি শরীর মনকে সুস্থ, সবল ও প্রফুল্ল রাখার জন্য স্বাস্থ্য পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন। আমরা প্রতিনিয়তই কোন না কোনভাবে স্বাস্থ্য পরিচর্যা করে থাকি, যেমন প্রতিদিন ভোরবেলায় দাঁত মাজন থেকে আরম্ভ করে চুল আঁচরানো, হাত-মুখ ধোয়া ইত্যাদি। উল্লেখিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ ও মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারাত্মক আহত, জখম, রক্তক্ষরণ, স্মৃতিশক্তি হারানো, শক, পঙ্গু ইত্যাদি হয়ে যাওয়া মানুষের স্বাস্থ্য পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন যাতে সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। এক কথায় অসুস্থ মানুষের সার্বিক সেবা হচ্ছে স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সুস্থ মানুষের স্বাস্থ্য পরিচর্যাই হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ করা।

সহায়ক তথ্য - ৬.২

দুর্যোগকালীন স্বাস্থ্য পরিচর্যায় প্রাথমিক চিকিৎসা

মানুষের হঠাৎ কোন অসুস্থতায় তাকে সুস্থ্য রাখার জন্য ডক্তার বা ডাক্তারী চিকিৎসা প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত প্রাথমিকভাবে যে সমস্ত জরুরী চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয় সে গুলোকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। যেমন: গাছ থেকে পড়ে হাড় ভাঙ্গা, পানিতে ডোবা, বিষ খাওয়া, অনেক্ষন রোদে থেকে অসুস্থ্য হয়ে পড়া ইত্যাদির প্রাথমিক চিকিৎসা।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার গুরুত্ব সমূহ-

১. মানষিক চাপ ও দুশ্চিন্তা কমানো
২. মানষিক অস্বস্তি কমানো
৩. রোগীর মানষিক সাহস বাড়ানো
৪. কেটে যাওয়ার ক্ষেত্রে রক্ত পড়া কমানো
৫. হৃতপিন্ডের চাপ বেশী হয়ে গেলে, গতি নিয়ন্ত্রনে আনা
৬. অজ্ঞান রোগীর ক্ষেত্রে তার শারীরিক অবস্থার প্রাথমিক ধারণা পাওয়া
৭. হাড় ভাঙ্গা রোগীর ক্ষেত্রে ভাঙ্গা স্থানের নড়াচড়া বন্দ্ধ রাখা ইত্যাদি।

পানিতে ডোবা (Drowning)

কোন কারণে পানিতে ডুবে গেলে যদি ফুসফুসের মধ্যে পানি ঢুকে ফুসফুস ভরে যায় বা অন্য কোন ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে অক্সিজেন এর অভাবে মানুষের মৃত্যু হতে পারে ।

কতক্ষনে মৃত্যু হতে পারেঃ

১. তাৎক্ষনিক মৃত্যুঃ যদি কার্ডিয়াক এ্যারেষ্ট হয় ।
২. দ্রুত মৃত্যুঃ যদি পুরোপুরি ডুবে মারা যায় তাহলে সাধু পানিতে ৪ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে এবং লোনা পানিতে ৮ থেকে ১২ মিনিটের মধ্যে ।
৩. দেরীতে মৃত্যুঃ ডুবে যাবার থেকে উদ্ধারের পর ইনফেকসন হয়ে মৃত্যু । আধ ঘন্টা থেকে কয়েক দিন ।

ব্যবস্থাপনাঃ

১. দ্রুত পানি থেকে উদ্ধার করা, মুখের ভিতর সহ শ্বাসতন্ত্রের উপরের দিক থেকে ময়লা কাদা থাকলে তা পরিষ্কার করা ।
২. জিহ্বা একটু টেনে সামনের দিকে রাখা যেন শ্বাসনালী পরিষ্কার থাকে ।
৩. নাকের ছিদ্র সহ শ্বাসতন্ত্রের উপরের দিক বার বার পরিষ্কার করা যেন ফুসফুসের মধ্যে সহজে বাতাস চলাচল করতে পারে ।
৪. রোগীকে গলা টান করে, মাথা কাত করে শুইয়ে, পেটে চাপ দিয়ে ভিতরের পানি বের করা অথবা পা উপরের দিকে দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে পানি বের করা ।
৫. প্রয়োজনে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যাওয়া । (প্রতি মিনিটে ১২ থেকে ১৫ বার, ১৫ থেকে ৩০ মিনিট পর্যন্ত, 'মুখ থেকে মুখ' 'মুখ থেকে নাক' কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস) ।
৬. প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ৮০ বার কার্ডিয়াক মেসেজ দেওয়া ।
৭. শীতকাল হলে শরীর গরম করার ব্যবস্থা করা ।

সাপে কামড়ান (Snake Bite)

সাপে কামড়ালে জরুরী ভিত্তিতে করণীয়:

১. ভীতি দূর করতে হবে

২. সাপ যাতে পর পর অনেককে কামড়াতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

৩. ভাল করে ক্ষতস্থান সাবান ও পানি দিয়ে ধুতে হবে

৪. কোন ভাঙ্গা দাঁত বা অন্য কোন অংশ ভিতরে আছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে

৫. নিরাপদ থেকে যদি সম্ভব হয়, তবে পরে বর্ণনা করা যায় এমন ভাবে সাপ দেখতে হবে

৬. ক্ষতস্থানের আশেপাশে রিং থাকলে তা খুলে ফেলা, কারণ পরে ফুলে গিয়ে রক্ত চলাচলে অসুবিধা হতে পারে

৭. মাঝেমাঝে ক্ষত স্থানের অনুভুতি পরীক্ষা করা এবং রক্ত চলাচলের অসুবিধার জন্যে তাগার নীচের অংশে বর্ণের কোন পরিবর্তণ হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য রাখা

৮. ক্ষতস্থানের নড়াচড়া সীমিত রাখতে স্প্রিন্ট বেঁধে রাখা

৯. ক্ষতস্থানের উপরের দিকে হালকা টাইট করে তাগা বা ডোরা (টরনিকুয়েট) বেঁধে রাখা এবং ২৫ থেকে ৩০ মিনিট পরপর তা ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ডের জন্যে খুলে দেওয়া, যাতে রক্ত চলাচল বন্দ হয়ে শরীর পচে না যায় সেটা রোধ করা

১০. ক্ষতস্থান হৃতপিন্ডের লেভেল থেকে নীচের দিকে রাখা ।

সাপে কামড়ালে যে বিষয়গুলির ব্যাপারে সাবধান থাকা জরুরী:

১. কখনোই ক্ষতস্থান কাটবে না বা শুষবে না, এতে ইনফেকসন হতে পারে

২. কখনোই ক্ষতস্থানে বরফ লাগাবে না বা, ফ্রস্ট বাইট হতে পারে

৩. কখনোই ক্ষতস্থানে ইলেক্ট্রিক সক দেবে না

৪. কখনোই ক্ষতস্থানে টাইট করে তাগা (টরনিকুয়েট) বাঁধবে না ।

ভেঙ্গে যাওয়া (ফ্রাকচার)

যে কোন কারণে হাড় ভেঙ্গে যাওয়াকে বোঝায়।

ধরণ:

১. খোলা ফ্রাকচার (open fracture)
২. অভ্যন্তরীণ ফ্রাকচার (closed fracture)
৩. জটিল ফ্রাকচার (compound fracture)

লক্ষণ ও উপসর্গ

১. ইনজুরির জায়গায় ব্যথা হয়
২. ইনজুরির জায়গায় ফোলা থাকে
৩. অনুভুতি হারিয়ে যেতে পারে
৪. অঙ্গ বিকল হতে পারে বা নড়াচড়ায় অসুবিধা হতে পারে
৫. শক হতে পারে

ব্যবস্থাপনা

১. DRABCD মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে
২. বাইরের রক্তক্ষরন বন্ধ করতে হবে
৩. নড়ানো যাবে না,আরামদায়ক জায়গায় রাখতে হবে
৪. স্পাইন ভাঙলে ঘাড় বা গলা ঘোরানো যাবে না
৫. ফ্রাকচারের নীচের অংশে রক্ত সরবরাহ ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে
৬. অন্যান্য অঙ্গ ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে
৭. ভাঙ্গা অঙ্গ সাবধানে ও হালকাভাবে ধরতে হবে
৮. ভাঙ্গা অংশের নীচে নরম বালিশ বা লেপ ব্যবহার করে এবং দরকার হলে স্পিলিন্ট বেঁধে (কাঠের লম্বা টুকরা, বাঁশের চাঁ ইত্যাদি ভাঙ্গা যায়গায় রশি দিয়ে আলতো ভাবে বেঁধে দেওয়া, যাতে ভাঙ্গা স্থান নড়াচড়া না করে) হাসপাতালে পাঠাতে হবে
৯. শক হলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে

বাহ্যিক রক্তক্ষরণ (External Bleeding)

জীবনের জন্য ঝুকি পূর্ণ রক্ত ক্ষরণের লক্ষণ

১. ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হয়
২. সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহনের পরেও রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হয় না বা রক্ত জমাট বাঁধে না
৩. শকের লক্ষণ থাকতে পারে

রক্তক্ষরণ এর ব্যবস্থাপনা

১. ক্ষতস্থানে সরাসরি চাপ দিয়ে রক্ত বন্দ করা
২. সম্ভব হলে কাটা স্থান উঁচু করে রাখা
৩. চাপ দিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা তবে এমন চাপ দেওয়া যাবে না যাতে স্বাভাবিক রক্ত চলাচলে অসুবিধা হয়
৪. নাড়ী (পাল্‌স) এবং শ্বাস প্রশ্বাস মনিটর করতে হবে
৫. শক থাকলে তার চিকিৎসা দিতে হবে
৬. ডাক্তার ও এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে

সাবধানতা

১. সাবান এবং গরম পানি দিয়ে হাত ভালো করে ধুতে হবে এবং ভালভাবে শুকাতে হবে যাতে ইনফেকশন এড়ানো যায়
২. সম্ভব হলে হাতে গ্লাভস পরে নেয়া ভালো
৩. ইনফেকশন এড়ানোর জন্যে ক্ষতস্থানের কাছাকাছি হাঁচি, কাশি দেয়া বা কথা না বলা ভাল।

পুড়ে যাওয়া (Burn)

তীব্র ভাবে শরীর পুড়ে যাওয়া কিছু বিষয়ের উপর নির্ভর করে ,যেমন-

১. পোড়ার ধরণ (কতখানি পুড়েছে)
২. পোড়ার কারণ (কেমিক্যাল, ইলেকট্রিসিটি)
৩. রোগীর বয়স (যুবক বা বৃদ্ধ)
৪. পোড়ার স্থান বা জায়গা (শরীরের কোন জায়গা পুড়েছে)
৫. পোড়ার গভীরতা (কতখানি গভীর)

ব্যবস্থাপনা

১. কমপক্ষে ২০ মিনিট ধরে পানি ঢালতে হবে
২. নন-স্টিক ড্রেসিং দিয়ে ঢেকে দিতে হবে
৩. শকের চিকিৎসা করতে হবে

কখনো করবেন না

১. লোশন বা তৈলাক্ত জিনিস লাগানো
২. ফোসকা ফুটো করা যাবে না
৩. সরাসরি বরফ লাগানো যাবে না
৪. পোড়ার সাথে পুরো গেঁথে আছে এমন কাপড় আলাদা করা যাবে না
৫. পোড়া পানি ঢেলে ছাড়া অন্যভাবে পরিষ্কার করা যাবে না

প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স (First aid box)

এটি এশটি ছোট বাক্স যার মধ্যে জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসার কাজে খুবই প্রয়োজন হয় এমন কিছু যন্ত্রপাতি ও জিনিস–পত্র থাকে।

১. Small box (ছোট এশটি বাক্স)
২. Cotton (তুলা)
৩. Crepe bandage (ক্রেপ ব্যান্ডেজ)
৪. Large roll bandage (বড় পেচানো ব্যান্ডেজ)
৫. Small roll bandage (ছোট পেচানো ব্যান্ডেজ)
৬. Medium and small scissors (মাঝারি ও ছোট কাঁচি)
৭. Sterile gauze (জীবানুমুক্ত গজ)
৮. Triangular bandage (ত্রিকোন ব্যান্ডেজ)
9. Sterile adhesive tape (জীবানুমুক্ত আঠালো টেপ)
১০. Disposable gloves (হাত গ্লাভস্)
১১. Thermometer (থার্মোমিটার)
১২. Antiseptic (জীবানু নাশক তরল)
১৩. Gauze holder (গজ ধারক)
১৪. Blade (ব্লেড)
১৫. Scalpel (ডাক্তারী ছুরি)
16. BP Machine with Stethoscope (রক্তচাপ মাপা যন্ত্র সহ স্টেথোসকোপ)
১৭. First Aid book or similar instructions (প্রাথমিক চিকিৎসার বই বা নির্দেশনা)

অধিবেশন ০৭ : স্থানীয়/এলাকাভিত্তিক অভিযোজন ও প্রস্তুতি

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৭.১ বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি

৭.১.১ প্রস্তুতি কি ও প্রস্তুতির গুরুত্ব

৭.১.২ বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি

৭.২ দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল

৭.২.১ দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে ধারণা

৭.২.২ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের গুরুত্ব

৭.২.৩ আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের দৃষ্টান্ত ।

৭.৩ খসড়া প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রনয়ণ

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীগন বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে জানবে, আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকার মানুষের বন্যার সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

সময় ঃ ১.৩০ ঘন্টা

পদ্ধতি

মস্তিস্কঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, লিখিত পোস্টার পেপার উপস্থাপনা, দলীয় কার্যক্রম ও দলীয় আলোচনা ।

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, তথ্য সম্বলিত পোস্টার পেপার ।

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৭.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন • প্রশ্ন করার মাধ্যমে বন্যা ও আকষ্মিক বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানবেন এবং হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্টে লিপিবদ্ধ করবেন । • সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে বিভক্ত করবেন এবং প্রতিটি দলকে পোষ্টার পেপার ও মার্কার দেবেন। দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন দলকে বন্যার পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি সম্পর্কে তালিকা তৈরী করতে বলবেন। প্রত্যেক দলের একজন দলীয়ভাবে তৈরিকৃত তালিকা বা আলোচিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করবেন এবং অন্যান্য দলগুলোকে মন্তব্য জানাবে ।সহায়ক মন্তব্যগুলো যৌক্তিক ব্যাখ্যর মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা করবেন। • প্রযোজন অনুসারে সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.১ অনুযায়ী)** বন্যার প্রস্তুতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন।	১০ মিনিট
৭.২	• প্রশ্ন করার মাধ্যমে দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে জানবেন এবং পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করবেন। • দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে **(সহায়ক তথ্য ৭.২)** এর আলোকে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করবেন।	১৫ মিনিট
	• এবারে পাশাপাশি বসা দুইজন দুইজন অংশগ্রহণকারীদের একটি করে ভিপকার্ড দেবেন এবং মার্কার দেবেন। প্রতি জোড়াকে আলোচনা করে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের একটি করে গুরু ত্ব লিখতে বলবেন। কাজটি করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেবেন। প্রতিটি জোড়াকে তাদের লিখিত ভিপকার্ড ব্যাখ্যা সহকারে অন্য অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করতে বলবেন। • এভাবে প্রতিটি জোড়ার উপস্থাপন শেষে গুরু ত্ব সহকারে **(সহায়ক তথ্য ৭.২)** এর আলোকে আলোচনার সার সংক্ষেপ করবেন।	১৫ মিনিট
	• এই পর্যায়ে সহায়ক তথ্য **(সহায়ক তথ্য ৭.২)** এর আলোকে আকস্মিক বন্যা প্রবণ এলাকার বন্যার সাথে টিকে থাকার কয়েকটি স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের দৃষ্টান্ত অংশগ্রহণকারীদের সামনে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। এ ব্যাপারে অংশগ্রহণকারীদের আরো দৃষ্টান্ত জানা আছে তা প্রশ্ন করে জানবেন এবং উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা করবেন। • প্রশ্ন করার মাধ্যমে সেশনের শিখন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের প্রতিবার্তা জানুন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের কার্যক্রম শেষ করু ন।	৩০ মিনিট
৭.৩	• সহায়ক ঝুঁকি হ্রাস পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ৭.৩ অনুযায়ী)** কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ছক সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবগত করবেন। • উন্মুক্ত ফোরামে বড় দলে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে সহায়ক কর্মপরিকল্পনার ছকটি পূরণ করবেন।	২০ মিনিট

সহায়ক তথ্য - ৭.১

বন্যা ও আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতি

৭.১.১ প্রস্তুতি কি ও প্রস্তুতির গুরুত্ব

দুর্যোগ প্রস্তুতি হলো একটি দুর্যোগের ঘটনাকে অনুমান করে, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব থেকে ব্যবস্থা গস্খহণ করা। প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের মধ্যেঃ আগাম সতর্কীকরণ, ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর পরিকল্পনা, সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দুর্যোগ প্রস্তুতি মহড়া, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। আকস্মিক বন্যার প্রস্তুতির গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- যে কোন দুর্যোগে দ্রুত এবং সংগঠিত উপায়ে ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করে
- দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে
- জনগণের দুর্ভোগ, জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে
- সংশ্লিষ্ট দুর্যোগে কর্মীদের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় নিশ্চিত করে
- মানব সম্পদ, অর্থসম্পদ, ও বস্তুগত সম্পদের কার্যকরী ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে
- দুর্যোগের সময় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের কাছে পৌছাতে সাহায্য করে
- দুর্যোগের সময় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (লজিষ্টিক) নিশ্চিত করে
- দুর্যোগের সময় ত্রাণ কার্য পরিচালনার পদ্ধতি ও কৌশল নির্ধারনে সহায়তা করে
- সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একটি কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে
- কার্যকরী পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রণয়নে সহায়তা করে।

৭.১.২ বন্যা মোকাবেলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতি

পারিবারিক প্রস্তুতি: পারিবারিক প্রস্তুতি হচ্ছে দুর্যোগের পূর্বে পরিবার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দুর্যোগে পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচানো এবং পারিবারিক সম্পদ ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়।

যেমন-

- দুর্যোগের মৌসুমে নিয়মিত দুর্যোগের খবর রাখা;
- সংকেত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া;
- আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি;
- অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ;
- ভাসমান দ্রব্যাদি ব্যবহারের প্রস্তুতি।

সামাজিক প্রস্তুতিঃ সামাজিক প্রস্তুতি হচ্ছে দুর্যোগের পূর্বে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ। যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে দুর্যোগে এলাকার মানুষের প্রাণ বাঁচানো এবং সামাজিক সম্পদ ও সম্পত্তি ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব হয়।

যেমন–

- সামাজিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলা কমিটি গঠন;
- বৃক্ষ রোপন;
- বাঁধ ও রাস্তাঘাট মেরামত ও সংস্কার;
- শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষার নিমিত্তে নিরাপদ স্থানে এবং মজবুতভাবে নির্মাণ করা, যাতে বিকল্প আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়;
- দুর্যোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা;
- দুর্যোগে স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্তে ডাক্তার, স্বাস্থ্য কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে মেডিক্যাল টিম গঠন;
- পরিবেশ সংরক্ষণ।

সহায়ক তথ্য ৭.২

দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল

৭.২.১ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল সম্পর্কে ধারণা

দুর্যোগের সাথে বসবাসের অভিজ্ঞতা এ দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের। দুর্যোগ মোকাবেলায় এদেশের মানুষের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যান্য দুর্যোগ প্রবণ দেশের জন্য অনুসরণীয়। এ দেশের মানুষ সৃষ্টি করেছে দুর্যোগের সাথে টিকে থাকার অভিনব কৌশল। বংশপরম্পরায় পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শেখা দুর্যোগ মোকাবেলার এসব আদি কৌশল চর্চার মাধ্যমে আজও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে থাকে। **সুতরাং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল হচ্ছেও বংশপরম্পরায় পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শেখা জ্ঞান ও কৌশল যা তারা দুর্যোগের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে গিয়ে নিজেদের সৃজনশীলতা দিয়ে এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে সৃষ্টি করেছে।** এ ধরণের চর্চার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জনগণের জানা না থাকলেও কার্যকর ফলাফল পাওয়ায় এবং ব্যয় সাশ্রয়ী হওয়ায় এই চর্চাগুলো আজও দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৭.২.২দুর্যোগ মোকাবেলায় স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশল এর গুরুত্ব

- কার্যকারিতা জনগণ কর্তৃক পরীক্ষিত
- ঝুঁকিপ্রবণ এলাকার ব্যাপক জনগোষ্ঠী অনুশীলন করে এবং জনপ্রিয়
- সহজপ্রাপ্য স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করা হয়
- ব্যবহারে বিশেষ কারিগরি দক্ষতার প্রয়োজন হয় না
- সহজেই কৌশল রপ্ত করা যায়
- স্বল্প ব্যয়

৭.২.৩ স্থানীয় জ্ঞান ও আদি কৌশলের দৃষ্টান্ত

গায়েল বান্ধা বাঁধ

প্রেক্ষাপট :
বর্ষা মৌসুমে হাওর এলাকার মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা ঢেউ বা আফালের কারণে সৃষ্ট বসতভিটা ও গ্রামের ভাঙন। 'গায়েল বান্ধা বাঁধ' ভাঙন থেকে বসতভিটা ও গ্রাম রক্ষার কার্যকর আদি কৌশল।

কৌশল :

অর্থনৈতিক সামর্থের ভিত্তিতে এই অঞ্চলে সাধারণত দুইটি ভিন্ন উপায়ে বাঁশের বেড়া দিয়ে বাঁধ তৈরি করা হয়। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী শুকনো মৌসুমে নিকটবর্তী নীচু এলাকা থেকে মাটি কেটে এনে বাড়ির চারপাশে এবং বাড়ির সংলগ্ন হাওড়ের পাড়ে একটি ছোট বেড়িবাঁধ গড়ে তোলা হয়। এরপর চাইলা ঘাস, খড় এবং বাঁশ দিয়ে একটি বেড়া তৈরি করে হাওড়ের পাড়ে সমন্তরাল করে বসানো হয়। এবারে লম্বালম্বিভাবে বাঁশ বসিয়ে এবং সেই সাথে আড়াআড়িভাবে বাঁশ দড়ি দিয়ে বেঁধে বেড়াকে মজবুত করে আটকিয়ে দেয়া হয়। পরবর্তীতে স্রোতের তীব্রতা কমানোর জন্য হাওড়ের মুখে ফাঁকা জায়গায় চাইলা ঘাস এবং খড় দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতির ভিন্নতা হচ্ছে, বাঁশের বেড়ার সাথে চাটাই দেওয়া হয়। বাঁশের কঞ্চিগুলো চাটাই এর সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় যাতে চাইলা ঘাস এবং খড় আটকে থাকে। এর পরের কাজ হচ্ছে হাওড়ের তীর ঘেষে খাড়াভাবে বাঁশের খুঁটিগুলো একটা নির্দিষ্ট পরিমান জায়গা ফাঁকা রেখে লম্বাভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলা। বাঁশের খুঁটির সাথে চাটাই বাঁধার জন্য দড়ি ব্যবহার করা হয়। বাঁশের বেড়াকে আরো শক্ত করার জন্য আড়াআড়িভাবে কিছু লম্বা বাঁশের কঞ্চি 'X' আকৃতির মত করে বেঁধে দেওয়া হয়। বাঁশের এই খুঁটিকে সাধারণত ড্যাব বলে। স্রোত ও ভাঙন রোধে চাটাই খুব কার্যকর। কিন্তু এটা করতে বাড়তি বাঁশ, বাড়তি জনশক্তি, বাড়তি ব্যয় এবং প্রচুর সময় লাগে।

গ্রামি

প্রেক্ষাপট :

বাংলাদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল এক ফসলের অঞ্চল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে প্রতি বছরই বোরোর বাম্পার ফলন হয়ে থাকে। সাধারণত মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত এই জেলাগুলোতে এপ্রিল-মে মাসে আগামভাবে আকস্মিক বন্যা দেখা দেয়। এর ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতির সম্মুখিন হয় মাঠে কাটার উপযোগী বোরো ধান। তাই এই ধরণের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে এই এলাকার মানুষ স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের আলোকে তৈরি করেছে ডুবে যাওয়া ধান সংগ্রহের যন্ত্র গ্রামি।

কৌশল :

দুই/আড়াই হাত লম্বা দুইটি লোহার রড লম্বালম্বি এবং আড়াআড়িভাবে জোড়া লাগিয়ে গ্রামি তৈরি করা হয়। যা অনেকটা 'T' আকৃতির মত। গ্রামির মধ্য অংশে হাতলের মত অংশ থাকে এবং সেখানে একটা ছিদ্রও থাকে। এই হাতলি অংশে ইট বা ভারী জাতীয় কিছু শক্ত করে বাঁধতে হয় যাতে এটি ঠিকমতো ডুবে যেতে পারে। একটা শক্ত রশি ছিদ্রের সাথে বাঁধতে হয়। এরপর নৌকায় বসে এই ইট বাঁধা গ্রামি ডুবে যাওয়া ফসল ক্ষেতে রশি দিয়ে টানতে হয়। এতে দেখা যায় গ্রামির দু'পাশের মাথার অংশে যে খাঁচকাটা থাকে সেখানে পঁচা ধানগাছ বেঁধে যায়। পঁচা ধানগাছ গ্রামির সাথে বাঁধলে তা বেশী ভারী মনে হয় তখন তা পানি থেকে টেনে উপরে তুলতে হয়। এরপর হাত দিয়ে এই পঁচা ধান গাছ ছাড়িয়ে নিয়ে পূণরায় একইভাবে টেনে টেনে ধান সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত বন্যা শুরু হওয়ার ১৪-১৫ দিন পর ডুবন্ত ফসলের গোড়া আলগা হয়ে গেলে অথবা পঁচে গেলে এই যন্ত্রের সাহায্যে ফসল সংগ্রহ শুরু হয়।

গোবরের ব্যবহার

প্রেক্ষাপট :

আমরা জানি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে প্রতিবছর বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়। উৎপাদিত এই ধান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক শস্যাগার না থাকায় ধান সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হচ্ছে আদ্রতা, জলীয়বাষ্প এবং পোকামাকড়। ধানে জলীয়বাষ্প জমতে থাকলে ধানের মান নষ্ট হয়ে যায় কারণ এতে ছত্রাক জন্মায়। জলীয় বাষ্প এবং আদ্রতা বেড়ে যাওয়া ছাড়াও সংরক্ষিত ধানে অনুজীব এবং পোকা মাকড়ের আক্রমন বেড়ে যায়। এলাকার মানুষ বছরের প্রায় ৯ মাস এই সংরক্ষিত ধানের উপর নির্ভর করে থাকে। আর সে কারণেই এলাকার মানুষ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে গোবর ব্যবহারের মাধ্যমে আদ্রতা, জলীয়বাষ্প, পোকামাকড় এবং ইঁদুর থেকে সংরক্ষিত ধান রক্ষা করার জন্য উদ্ভব করেছে স্থানীয় কৌশল।

কৌশল :

গ্রামে গরুর গোবর ৭ থেকে ১০ দিন রেখে দিয়ে পঁচানো হয়। তারপর সমান পরিমান গোবর এবং দোঁআশ মাটি প্রয়োজনীয় পরিমান পানি দিয়ে একসাথে মিশানো হয়। পরবর্তীতে ধানের গোলাকে এই গোবর ও মাটির মিশ্রন দিয়ে প্লাস্টার করা হয়। ধান গোলার ভেতর রাখার আগে কিছু দিনের গোলাকে রোদে শুকিয়ে নেয়া হয়। রোদে শুকিয়ে নেয়ার পর গোবর এবং মাটি দিয়ে প্লাস্টার করা এই গোলা ধান সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়। এবারে ধানের গোলাটিকে ২ফুট উঁচু বাঁশের মাঁচাতে রেখে ধান দিয়ে ভরে ফেলার পর থলে/বস্তা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এই থলের উপর একইভাবে ঐ গোবর ও মাটির মিশ্রণ দিয়ে প্লাস্টার করে দেয়া হয়। গ্রাম্য লোকদের ভাষ্য মতে এই পদ্ধতি পোকামাকড়দের দূরে রাখারে জন্য খুবই কার্যকর। তাছাড়াও এটা সংরক্ষিত ধানে আদ্রতা ও জলীয়বাষ্প বেড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে।

মরিচ পোড়ানো

প্রেক্ষাপট :

বর্ষাকালীন সময়ে নানা ধরণের বিষধর সাপের উপদ্রব দেখা দেয়। কারণ সাপের আবাসস্থানগুলো (গর্ত) বর্ষার পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে সাপও নিরাপদ স্থান হিসেবে মানুষের আবাসস্থলে প্রবেশ করে। ফলে বন্যার ঝুঁকির সাথে সাথে সাপের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। এই ঝুঁকি সবচেয়ে বেশী বাড়ে নারী, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধিদের জন্য। বন্যাকালীন সময়ে সাপের উপদ্রবের বিষয়টি নিয়মিত হওয়ায় এই ঝুঁকি কমাতে ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী উদ্ভব করেছে শুকনা মরিচ পুড়িয়ে সাপকে তাড়ানোর অভিনব কৌশল। এই কৌশল আদি, যা তাদের পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে শেখা।

কৌশল :

বন্যাতে ডুবে যাওয়া ঘরের মধো ছোট মাটির পাত্রে অল্পকিছু জ্বালানী (পরিত্যাক্ত পুরানো কাপড় অথবা ছোট ছোট লাকড়ি) দিয়ে কেরোসিনের সাহায্যে আগুন জ্বালানো হয়। তারপর সেই আগুনে দেয়া হয় গুটি কয়েক শুকনা মরিচ। শুকনা মরিচ আগুনোর সংস্পর্শে আসার পর ধোঁয়া সৃষ্টি হয় যার গন্ধ খুবই ঝাঁঝালো। এই গন্ধ সাঁপতো দুরের কথা মানুষের পক্ষেও সহ্য করা খুবই কঠিন। কাজেই এই গন্ধ সহ্য করতে না পেরে সাঁপ ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সহায়ক তথ্য - ৭.২

খসড়া প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রনয়ণ

একটি কর্মপরিকল্পনার মূল উপাদানগুলো হচ্ছে- কাজ, কাজটি কে করবে, কখন করবে, কিভাবে করবে এবং কি দিয়ে করবে। পূর্ববর্তী শিখনগুলো থেকে ইতোমধ্যে আমরা গঠনমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি এলাকার ঝুঁকিহ্রাসের জন্য কি কি কাজ করা প্রয়োজন এবং কাজগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ভিডিসি ও একতার এর করনীয় জেনেছি। এখন আমরা ঝুঁকিহ্রাসের চিহ্নিত কাজগুলোকে বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা কিভাবে রচনা করতে হয় সে প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানবো।

কর্মপরিকল্পনা ছক

ক্রমিক	কাজ	প্রতিষ্ঠানের নাম	কি করবে	কখন করবে	কিভাবে করবে
১					
২					

অধিবেশন ০৮ : সমাপ্তি অধিবেশন

আলোচ্য বিষয়বস্তু

৮.১ প্রশিক্ষন পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা
৮.২ প্রশিক্ষন মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য

এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ প্রশিক্ষণ পরিবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারণ ও শিক্ষণ সম্পর্কে জানতে, বুঝতে এবং অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন ।

পদ্ধতি

মস্তিষ্ক ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, দলীয় আলোচনা, মুডমিটার

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড/পোস্টার পেপার/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড মার্কার/পার্মানেন্ট মার্কার, মাস্কিন টেপ/ডক ক্লিপ, মুড মিটার ছক ।

সময়

৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিক্ষণ পর্যায়	অধিবেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া	সময়
৮.১	• অধিবেশনের শুরুতে সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করবেন । • সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১০.১ অনুযায়ী)** বড় দলে আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রমগুলো ঠিক করবেন এবং সেই অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন ।	১০ মিনিট
৮.২	• সহায়ক **(সহায়ক তথ্য ১০.২ অনুযায়ী)** প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে আমন্ত্রণ জানাবেন এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে সবাইকে ভালোমত অবগত করবেন ।	১০ মিনিট
৮.৩	• এবারে সহায়ক প্রশিক্ষণের অর্জিত শিখন ভবিষ্যতে ব্যবহারের অঙ্গিকারের আলোকে অংশগ্রহণকারীদের দুই একজন প্রতিনিধিকে প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য অনুরোধ করবেন । • পরিশেষে উদ্দিপনামূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সহায়ক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম সমাপ্ত করবেন ।	১০ মিনিট

সহায়ক তথ্য ৮.১

কর্মপরিকল্পনার ছক

ক্রমিক	কার্যক্রম	মেয়াদকাল	দায়িত্ব	প্রয়োজনীয় সহায়তা

সহায়ক তথ্য ৮.২

নিচের ছকের যে কোন একটিতে ✓ চিহ্ন দিয়ে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে আপনার অনুভূতি প্রকাশ করুন ।

☺ ভালো	😐 মোটামুটি ভালো	☹ ভালো না

<u>সহায়কের জন্য নির্দেশনা</u>

- বড় একটি পোস্টার পেপার বা ব্রাউন পেপারে ছকটিকে প্রস্তুত করুন ।
- ছকটি পূরণ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ভালোমত অবগত করুন ।
- ছকটিকে প্রশিক্ষণ কক্ষের এমন একটি স্থানে লাগিয়ে দিন যেখানে স্বাচ্ছন্দে অংশগ্রহণকারীগণ ছকটি পূরণে সক্ষম হবেন ।
- পরিষ্কার করে বলুন একজন অংশগ্রহণকারী শুধুমাত্র একবার ছকের একটি ঘরে ✓ চিহ্ন দিয়ে তার মতামত প্রকাশ করতে পারবেন ।
- ছক পূরণের ক্ষেত্রে অন্যের মতামত নেয়া থেকে বিরত থাকতে বলুন ।

তথ্যসূত্র

১. **দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল;** অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, ডিসেম্বর ২০০৬

২. **ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা;** প্রশিক্ষন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০০

৩. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি;** প্রশিক্ষন বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সমন্বিত খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০০

৪. **দুর্যোগ উত্তর মনো-সামাজিক পরিচর্যা ম্যানুয়াল;** নিরাপদ; সৌহার্দ্য কর্মসূচী, কেয়ার বাংলাদেশ জুলাই ২০০৫

৫. **কিশোর-কিশোরী ও তরুণদের নেতৃত্বে দুর্যোগের ঝুঁকি- ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ সহায়িকা;** নিরাপদ; শাপলা নীড়, ২০০৯

৬. **ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষন-হ্যান্ডআউট;** নিরাপদ; কেয়ার বাংলাদেশ ও ইউএসএআইডি, মার্চ ২০০৭

৭. **সহায়িকা: জরুরী অবস্থায় শিশু সুরক্ষা;** সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৮. **সহায়িকা: মনোসমাজিক সেবা;** সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

৯. **বন্যা প্রস্তুতি সহায়িকা;** একশন এইড বাংলাদেশ, জানুয়ারী ২০০৭

১০. **সহায়িকা: জরুরী কর্মসূচিতে শিশুর অংশগ্রহণ;**সেভ দ্য চিলড্রেন সুইডেন-ডেনমার্ক, ফেব্রুয়ারী ২০০৯

১১. **জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ-মোকাবেলা ও প্রস্তুতিতে আমাদেও করণীয়;** ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল, পরিবেশ অধিদপ্তর, কমপ্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগাম, ২০০৮

১২. **অংশগ্রহণমূলক বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ-প্রশিক্ষন সহায়িকা;** ডিজাস্টার ফোরাম; একশন এইড বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৭

১৩. **বাংলাদেশের দুর্যোগ ও গণসচেতনতা;** এশিয়ান ডিজাস্টার প্রিপ্রেয়ার্ডনেস সেন্টার**;** বাংলাদেশ আরবান ডিজাস্টার মিটিগেশন প্রজেক্ট, কেয়ার বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০০২

১৪. **দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী;** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, জানুয়ুরী **১**৯৯৭ (Draft update approved version, 2010)

১৫. **দুর্যোগকোষ;** সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি(সিডিএমপি), জুলাই ২০০৯

১৬. **সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডবুক;** দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঢাকা, মে, ২০০৭

১৭. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল-স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি;** কনসার্ন ইউনিভার্সেল, ফেব্রুয়ারী ২০১০

১৮. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের জন্য;** ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০১০

১৯. **জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রমে আপৎকালীন পরিকল্পনা;** পার্টিসিপেটরি একশনস্ টুয়ার্ডস্ রিজিলিয়েন্ট স্কুলস্ এন্ড এডুকেশন সিস্টেমস্ (পারসেস), সেক্রেটারিয়েট, একশন এইড

২০. **"দুর্যোগ-ঝুঁকি ও প্রতিকার" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল;** সেভ দি চিলড্রেন এলায়েন্স,মে,২০০৮

২১. **আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন মডিউল;** ইউএসএইড এবং সেভ দি চিলড্রেন , নভেম্বর ২০০৮

২২. **ছাত্রছাত্রীদের জন্য দুর্যোগ বিষয়ক প্রশিক্ষণ মডিউল;** সেভ দি চিলড্রেন

২৩. **শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল; সেভ দি চিলড্রেন**

২৪. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি**; ইমারজেন্সী সেকশন, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস, জুলাই-২০০৫

২৫. **সন্ধান ও উদ্ধার প্রশিক্ষণ সহায়িকা**; জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেইভ দি চিলড্রেন্ ইউএসএ ও ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, আগষ্ট ২০০৬

২৬. **ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ সহায়িকা**; ইমারজেন্সী সেকশন, জীবন ও জীবিকা কর্মসূচী, সেভ দি চিলড্রেন ইউএসএ, বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস, নভেম্বর-২০০৫

২৭. **প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ: কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

২৮. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রনয়ন নির্দেশিকা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

২৯. **স্টুডেন্ট ব্রিগেইড- ধারনা পত্র ও বাস্তবায়ন নীতিমালা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩০. **সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ প্রশিক্ষণ স্টুডেন্ট ব্রিগেড সদস্যদের জন্য**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩১. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সিএলসি, স্কুল এবং স্থানীয় প্রশাসনের কার্যক্রম সমন্বয় বিষয়ক কর্মশালা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩২. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- স্কুল শিক্ষক/শিক্ষিকা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৩. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৪. **প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা- ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৫. **সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা : চূড়ান্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন কর্মশালা-সিএলসি ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, মার্চ ২০০৮

৩৬. **সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা**; ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং কনসার্ন ইউনিভার্সাল, জানুয়ারী ২০০৯

৩৭. **জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবহারিক গাইড**; সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী (CDMP).

৩৮. **Preparing Schools For A Safer Tomorrow- A Multi-Hazard Approach Manual on School Safety in Bangladesh**; ADPC, Plan Bangladesh, Islamic Relief Worldwide; European Commission, April 2010

৩৯. **Training Manual On Disaster Risk Reduction**; Concern Universal, Bangladesh and Dhaka Ahsania Mission, February 2009

৪০. **Documentation and Promotion of Transforable Indigenous Knowledge and Coping Strategies for Disaster Risk Reduction**; Care Bangladesh and BDPC, 2009

৪১. **Training Manual-Early Warning: Use and Practices;** UNDP

৪২. **Facilitators guidebook: practicing gender and social inclusion in disaster risk reduction;** CDMP, Directorate of relief and rehabilitation, Dhaka, Bangladesh, 2009

- সমাপ্ত -